গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন।

"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীর কৃপায়"

শ্রীরমেশ চন্দ্র বসু প্রণীত।

—প্রকাশক—

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বসু।

সন ১৩৪২ সাল।

এই পুস্তক পাঠ করিয়া যদি উপকার পান, তবে মণিঅর্ডারযোগে, মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

নিউ শ্রীরাম প্রেস,
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।

গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন।

"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীর কৃপায়"

শ্রীরমেশ চন্দ্র বসু প্রণীত।

—০ঃ০০ঃ০—

পিতা ৺অবিনাশ চন্দ্র বসু গুরু মহেশ্বর
মাতা ৺নিমাই মণি বসু মহেশ্বরীর
শ্রীপাদপদ্মে মনে মনে এই পুস্তক স্পর্শ করিয়া,
আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নারায়ণ চন্দ্র বসুকে এই
পুস্তকের স্বত্ব দান করিলাম। ২৩শে আশ্বিন সন ১৩৪১।

বিনীত—
শ্রীরমেশ চন্দ্র বসু

প্রকাশক—
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বসু।

"টেম্পল অফ্ ট্রুথ" ৭নং কালিতারা বসুর লেন,
পোষ্ট আফিস বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা। (India)

সন ১৩৪১।

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, এই পুস্তকের তাৎপর্য্য গ্রহণের
মূল্য ১্ এক টাকা দেয়।

গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন।

"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীর কৃপায়"

শ্রীরমেশ চন্দ্র বসু প্রণীত।

—প্রকাশক—

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বসু।

সন ১৩৪২ সাল।

এই পুস্তক পাঠ করিয়া যদি উপকার পান, তবে মণিঅর্ডারযোগে, মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

নিউ শ্রীরাম প্রেস,
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।

গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন।

"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীর কৃপায়"

শ্রীরমেশ চন্দ্র বসু প্রণীত।

—০:০০:০—

পিতা ৺অবিনাশ চন্দ্র বসু গুরু মহেশ্বর
মাতা ৺নিমাই মণি বসু মহেশ্বরীর
শ্রীপাদপদ্মে মনে মনে এই পুস্তক স্পর্শ করিয়া,
আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নারায়ণ চন্দ্র বসুকে এই
পুস্তকের স্বত্ব দান করিলাম। ২৩শে আশ্বিন সন ১৩৪১।

বিনীত—
শ্রীরমেশ চন্দ্র বসু

প্রকাশক—
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বসু।

"টেম্পল অফ্ ট্রুথ" ৭নং কালিতারা বসুর লেন,
পোষ্ট আফিস বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা। (India)

সন ১৩৪১।

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, এই পুস্তকের তাৎপর্য্য গ্রহণের
মূল্য ১্ এক টাকা দেয়।

বিজ্ঞাপন।

"আমি কে ?" এবং পরম পিতা "পরমাত্মা পরব্রহ্ম" আর "পরমেশ্বর নারায়ণ"কে জানিতে পারিলে আমাদিগের সকল দুঃখ দূর হইবে।

কি প্রকারে সহজে "আমি" কে ? এবং পরম পিতা "পরমাত্মা পরব্রহ্ম" আর "পরমেশ্বর নারায়ণ"কে দেখা যায় বা ধরা যায় তাহার কিছু আভাস এবং প্রতিবন্ধক বিষয় এই পুস্তকে বর্ণনা করা হইয়াছে !

আমার ব্যাকরণ জানা না থাকায় ভাষা পড়িতে গেলে আপনাদের বাধ বাধ ঠেকিবে এবং কষ্ট হইবে, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

বিনীত—

শ্রীরমেশ চন্দ্র বসু

"চরিত্র পবিত্র নয়, পাপে রত মন।
বাসনা সকলে বলে, ধার্ম্মিক সুজন ॥"

৺কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার

"আতর সঞ্চিত নাই, বঞ্চিত সাঁতারে।
মানসে মনন যেতে পয়োনিধি পারে ॥"

৺কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার

গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন।

ওঁ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ শ্রীশ্রীদুর্গা ওঁ।

"নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য পাদার বিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥"

মা গো জননী গো ও মা "পরমেশ্বর পরমেশ্বরী" "গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী" "নারায়ণ নারায়ণী" "হরি" শ্রীশ্রীদুর্গা আপনি পুরুষ ও প্রকৃতি। সাষ্টাঙ্গ লুটায়ে, আপনার শ্রীপাদ পদ্ম প্রেমাশ্রু দিয়া ধোয়াইয়া, শরণাগত হইয়াছি। কি হবে গো মা উপায় আমার। যে যে অপরাধ করিয়াছি সমুদায় ক্ষমা করুন।

আমি ত কিছু নই, সকলই আপনি, আপনি ভিন্ন কিছু নাই আর। আমি যে মা আপনারি, আপনা হইতে সম্ভূত, আপনারি

আবরণে পৃথক পৃথক রূপে আবৃত "আমি এবং চিত্তের" বিদ্যমানতা নাই। আপনি দয়া করিয়া "আমি এবং চিত্তের" বিদ্যমানতা রাখিয়াছেন, সেই কারণে বিদ্যমানতা আছে। আপনাকে প্রণাম্ করি।

আপনি সর্ব্ব মহাশক্তিময়ী। জানি না, কি বলিয়া, কি দিয়া, কি প্রকারে, আপনার স্তব এবং পূজা করিব। আপনি সর্ব্বমঙ্গলের নিদান পরমেশ্বরী নারায়ণী। আপনি সকল বিষয়ের নিস্তারকর্ত্রী। গললগ্নীকৃতবাসে, করযোড়ে মিনতির সহিত আপনার শ্রীপাদপদ্মে মনোযোগ দিতেছি। আপনি দয়া করিয়া সারা ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক নর-নারীকে অভাবনীয় অসাধ্য কঠিন সূক্ষ্ম কর্ম্ম উদ্ধার করিবার শক্তি দিন. যে শক্তিতে তাহারা আপনাকেও দেখিতে পায়, এবং আমাদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া আমাদিগের নিরন্তর মঙ্গলবিধান করুন ও বিপত্তি সকল বিদূরিত করুন। আর প্রত্যহ আপনি অগ্রে ভোজন করিয়া, আপনার প্রসাদ আমাদিগকে আহার করিতে দিবেন। আপনাকে প্রণাম করি ওঁ।

নমস্তে শরণ্যে ওঁ নমো নমঃ ওঁ "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" সানুকম্পে। আপনি মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া আকাশরূপে প্রত্যেক জীব দেহের ভিতর এবং বাহিরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। আপনি সত্য স্বরূপ আপনাকে প্রণাম করি। ওঁ নমো নমঃ ওঁ।

সত্যের আশ্রয়ে থাকিতে হইলে, মধ্যে মধ্যে অহোরাত্র মৌন হইয়া থাকিতে হইবে। মৌনই ব্রহ্মচর্য্য।

নমস্তে শরণ্যে ওঁ নমো নমঃ ওঁ শ্রীশ্রীগণেশ দাদা ওঁ নমো নমঃ ওঁ সানুকম্পে। আপনাকে প্রণাম করি ওঁ।

সম্মুখে এবং পশ্চাতে নমস্তে শরণ্যে ওঁ নমো নমঃ ওঁ শ্রীশ্রীকর্ম্মদেব-দেবী ওঁ নমো নমঃ ওঁ সানুকম্পে। আপনাকে প্রণাম করি সম্মুখে এবং পশ্চাতে ওঁ।

এক্ষণে যেমন স্ত্রী ও পুরুষ শরীর পৃথক পৃথক পূর্ব্বকালে তাহা ছিল না। প্রাণী-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ভূগর্ভস্থিত কঙ্কাল দেখিয়া স্থির করিয়াছেন, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জীবের একটী শরীরে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গই বর্ত্তমান ছিল।

"গুরু মহেশ্বর" বা আত্মা কিম্বা পুরুষ তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি বা মায়া কিম্বা প্রকৃতির দ্বারা পুরুষ এবং স্ত্রী মূর্ত্তিতে, পৃথক পৃথক রূপে আবৃত হইয়া আনন্দ করিতেছেন।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"

এই বাক্যটী সারা ব্রহ্মাণ্ডের মেরুদণ্ড।

যে, যে প্রকার ভাবে, তাহার পক্ষে সেই প্রকার সিদ্ধিই ঘটিয়া থাকে।

যদি ভাবি, মায়ার আবরণ উন্মুক্ত অসীম পরম চৈতন্যময় পরম চৈতন্যময়ী পরম আনন্দময় পরম আনন্দময়ী শ্রীশ্রীগুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী সারা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া একত্রিতরূপে এবং পৃথক পৃথকরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা পরস্পরে আসিয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া যে প্রকার কথাবার্ত্তা কহি, মায়ার আবরণ উন্মুক্ত শ্রীশ্রীগুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীও সেই প্রকার আমাদিগের নিকট আসিয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া যিনি যে ভাষা

জানেন তাহার সহিত সেই ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবেন ও অতি দুরূহ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, অতি সহজ কথায় বুঝাইয়া দিবেন।

তাহা হইলে নিশ্চয়ই মায়ার আবরণ উন্মুক্ত শ্রীশ্রীগুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া, যিনি যে ভাষা জানেন, তাহার সহিত সেই ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবেন ও অতি দুরূহ বিষয়, অতি সহজ কথায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন। তাঁহাকে অহোরাত্র স্মরণ করাই ধর্ম্ম ; আর স্মরণ না করাই অধর্ম্ম।

আর যদি ভাবি, মায়ার আবরণ উন্মুক্ত শ্রীশ্রীগুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী বলিয়া কিছুই নাই, তাহা হইলে আমাদিগের পক্ষে সেই প্রকারই ঘটিবে। আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া ভূমণ্ডলে কর্ম্মের অধীন থাকিয়া, নিরন্তর সুখ দুঃখ অনুভব করিব। মায়ার আবরণ উন্মুক্ত শ্রীশ্রীগুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে দেখিয়া স্বাধীন হইতে পারিব না।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ এবং ইংরাজী গ্রামার শিক্ষা দিয়াছেন যে কর্ত্তা ভিন্ন কর্ম্ম হয় না। অতএব "পরমেশ্বর পরমেশ্বরী" "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" "পুরুষ ও প্রকৃতি" ব্যতিরেকে কি প্রকারে কর্ম্ম হইতে পারে।

আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রপিতামহী ছিলেন, এই বিষয় যেমন নিশ্চিত, "পরমেশ্বর পরমেশ্বরী" "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" "পুরুষ ও প্রকৃতি" আছেন, এই বিষয়ও সেই

মায়ার আবরণে পৃথক পৃথক রূপে আবৃত, "আমি এবং চিত্তের" বিদ্যমানতা নাই। "আমি এবং চিত্তের" কেবল গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীতে অজানিত ভাবে মনোযোগ দিবার ক্ষমতা আছে। মনোযোগ দিলেই "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" দয়া করিয়া অযাচিত ভাবে কার্য্য করিয়া দেন। আমিতে যতটুকু পরিমাণে মনোযোগ দিই, "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" ততটুকু পরিমাণে কার্য্য করিয়া দেন। "আমি এবং চিত্তের" বাক্য বলিবার বা কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। আমির কি আবশ্যক, আমি কি পাইলে সন্তুষ্ট হইব, আমির কিসে ভাল হইবে, আমির কিসে মন্দ হইবে, তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। আমি কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কি প্রকারে সেই স্থানে ফিরিয়া যাইব, আমি তাহার কিছুই জানি না।

শরীর ও মায়ার দ্বারা পৃথক পৃথক রূপে আবৃত "আমি এবং চিত্ত" বাসনা, ইন্দ্রিয় সকল, বেশভূষণাদি "আমির" নিজের নয়, কর্ম্মদেব-দেবীর অধীন। অথচ অহোরাত্র আমাদিগের নিজের মনে করায়, "কর্ম্মের ফেরে" পড়িয়া নিরন্তর সুখ দুঃখে পড়িয়া, বিপদগ্রস্ত হইতে হয়।

ষঠচক্র ভেদের পর, কর্ম্মদেব-দেবীকে দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ম্ম মনুষ্যাকারে মনুষ্যের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছেন। এই প্রকার প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা সূক্ষ্ম জীব অথবা ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখে এবং পশ্চাতে কর্ম্মদেব-দেবী আছেন।

পশ্চাতের কর্ম্মও এক পা বাড়াইবেন, এই প্রকারে পরস্পর পা বাড়াইয়া থাকেন ও কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

কর্ম্মদেব-দেবীর সাহায্য ব্যতীত মনুষ্য কিছুই করিতে পারে না।

সারা ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি কর্ম্মদেবদেবী, পরব্রহ্মের যে ঐশ্বর্য্যশক্তি বা মায়া কিম্বা প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বরী, তাহা কর্ম্মদেবদেবীর অধীন। সারা ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি কর্ম্মদেবদেবীর নিয়ম, একটী বিন্দুতে বা সারা ব্রহ্মাণ্ডের কোন বিষয়, কিয়ৎ পরিমাণ স্পৃহাশূণ্য হইয়াও "পরব্রহ্মের আমি" মনোযোগ দিতে পারিবেন না। একটী বিন্দুকে বা সারা ব্রহ্মাণ্ডকে আণুমানিক বা অনুমানের দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়া অসীম "পরমেশ্বর পরমেশ্বরী" "গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী" জ্ঞানে "আমি" মনোযোগ দিলে, কর্ম্মদেবদেবীকে অমান্য করিয়া, তাঁহার নিয়মকে লঙ্ঘন করা হয়।

অধিকাংশ জীবে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্ম চলা ভার। অতএব ব্রহ্মাণ্ডে থাকিতে হইলে কর্ম্মদেবদেবীর নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। "পরব্রহ্মের আমি" নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কর্ম্মদেবদেবী "পরব্রহ্মের আমিকে" স্পৃহা শূন্য করিয়া

প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বরী কাড়িয়া লইয়া, ব্রহ্মাণ্ড হইতে তাড়াইয়া দেন।

"পরব্রহ্মের আমি" যতবার যে বিষয় স্পৃহাযুক্ত হইয়া মনোযোগ দেন, সারা ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি কর্ম্মদেবদেবী তাহার হিসাব রাখেন ও আদান প্রদান করিয়া থাকেন। "আমি" আগে যে বিষয় মনোযোগ দিই, সেইটী তিনি আগে দেন, "আমি" পরে যে বিষয় মনোযোগ দিই সেইটী তিনি তাহার পর দেন। এই প্রকারে পর পর দিয়া থাকেন। তবে সারা ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন একটী বিষয়ে স্পৃহাযুক্ত হইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া মনোনিবেশ করিয়া থাকিলে, সেইটী তিনি শীঘ্র দিয়া থাকেন। শরীর "আমি এবং চিত্ত" বাসনা, ইন্দ্রিয় সকল, বেশ ভূষণাদি সর্ব্বদা আমরা পরিবর্ত্তন করিতে চাহি, সেই জন্যই তিনি কেবল পরিবর্ত্তন করিতেছেন। আমরা পরিবর্ত্তন করিতে চাহি সেই কারণে আমরা অনিত্য, আর তিনি নিত্য। আমরা রকম চাহি, সেই কারণে সীমাবদ্ধ, আর তিনি অসীম। আমাদিগের সখ থাকার কারণ, চিত্তের আবশ্যক, আর তিনি অচিত্ত। আমরা এক মাসে যত বিষয়ে মনোযোগ দিই শত জন্মেও তাহা ভোগ করিতে পারি না। তাঁহার কোন দোষ নাই।

যিনি স্পৃহাযুক্ত হইয়া সারা ব্রহ্মাণ্ড লইয়া সদা সর্ব্বদা আলোচনা করেন, কর্ম্মদেবদেবী তাহার মঙ্গল করেন। কিন্তু যিনি কর্ম্মদেবদেবীর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কিয়ৎ পরিমাণ ও

ব্রহ্মাণ্ডকে অসীম "পরমেশ্বর পরমেশ্বরী" "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" জ্ঞানে দেখেন, বা জীব, বাড়ী, প্রস্তর, বৃক্ষ, জলাশয়, আকাশ, গন্ধ, শব্দ, বাক্য, অণু, পরমাণু, কাগজ, বস্ত্র, মৃত্তিকা ইত্যাদি সকলকেই অহোরাত্র অসীম "পরমেশ্বর পরমেশ্বরী" "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" জ্ঞান করেন, তখন কর্ম্মদেবদেবী তাহার সুকৃতি ও দুষ্কৃতি লইয়া, যাহারা তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদিগের স্কন্ধে তাহার সুকৃতির ভার চাপাইয়া দেন ও যাহারা তাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন তাহা-দিগের স্কন্ধে তাহার দুস্কৃতির ভার চাপাইয়া দিয়া, দয়া করিয়া সারা ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় দ্রব্য কাড়িয়া লওয়া হইলে বা কর্ম্মদেব-দেবী স্পন্দন বন্ধ করিলে. পরব্রহ্ম মূর্ত্তি 'গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" তাঁহার মায়ার আবরণ উন্মুক্ত স্পৃহাশূণ্য "পরব্রহ্মমূর্ত্তি আমিকে" বক্ষঃস্থলের মধ্যে করিয়া. আগেকার কর্ম্মের বা মনোযোগের হিসাব বাতিল করিয়া কিম্বা ক্ষয় করিয়া দিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে পরব্রহ্মের নিকট লইয়া যাইবার পূর্ব্বে এবং মায়ার আবরণে আবৃত অসীম পরমেশ্বরকে দেখিবার পর, স্পৃহাযুক্ত সুরস অসীম পরমানন্দ লাভ হয়।

স্পৃহাযুক্ত সুরস অসীম পরমানন্দ কাহাকে বলে, তাহা কি প্রকার ও তাহার সীমা কত দূর শুনুন।

একটী দৃশ্য* দেখিয়া, স্পৃহাযুক্ত সুরস অসীম পরমানন্দ কুঁচকি কণ্ঠা ঠাসিয়া, ছাপিয়া উৎলাইয়া উঠিল। তখন মনে হইল, আমার জানা যত জীব আছেন, তাহারা এই স্পৃহাযুক্ত

হইব। তাহার পরক্ষণেই মনে হইল না—না, আমি সন্তুষ্ট হইব না। সারা ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব আছেন তাহারা এই স্পৃহা-যুক্ত সুরস অসীম পরমানন্দ ভোগ করুন, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট হইব। আবার তাহার পরক্ষণে মনে হইল, না—না, আমি সন্তুষ্ট হইব না। সারা ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া আর যে যেখানে আছেন, তাঁহারা এই স্পৃহাযুক্ত সুরস অসীম পরমানন্দ ভোগ করুন, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইব। এই স্পৃহাযুক্ত সুরস অসীম পরমানন্দ বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। অদ্বৈত জ্ঞান হইলে, এই প্রকার হয়। দ্বৈত জ্ঞানের বিষয়ীভূত অলীক বিষয়ে যাহাদিগের সত্যত্ব বোধ আছে, তাহাদিগের অন্তঃ-করণে পরমানন্দের আবির্ভাব হয় না। পরন্তু সংসারা-নিবন্ধনে নানা প্রকার দুঃখ ভোগ হয়।

আমি এই সময় দেখিয়াছিলাম যে ঘড়িটী ঠিক চলিতেছে, সেইটী যেমন ঠিক চলিতেছে, আর যে ঘড়িটী বন্ধ আছে, সেই ঘড়িটীও তেমনি ঠিক চলিতেছে।

এই সময় যাঁহাকে স্মরণ করা যাইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইবেন। আমি প্রায়ই বাবাকে স্মরণ করিতাম, তিনি জীবিত অবস্থায় রেলির উনপঞ্চাশ পরিতেন। মায়ার আবরণ উন্মুক্ত অবস্থায়ও তাঁহাকে রেলির উনপঞ্চাশ পরিধান করিতে দেখিতাম। তাঁহাকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি আসিতেন, অমনি আমি তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রের কোঁচা ধরিতাম এবং জিজ্ঞাসা করিতাম, বাবা আপনি কেমন আছেন, তিনি বলিতেন ভাল আছি। অমনি আমি তাঁহার কোঁচা ছাড়িয়া দিতাম, তিনি চলিয়া যাইতেন।

এই সময় বহুপ্রকার আকাশ-বাণী হইত, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। একদিন দিনের বেলায়, "গ্র্যাণ্ড-হোটেল" পোষ্ট আফিসে বসিয়া, তাহাদিগকে গালি গালাজ করিয়া, আমি এক সম্প্রদায়ের মায়ার আবরণ উন্মুক্ত ধর্ম্ম-যাজককে স্মরণ করিয়াছিলাম ও মনে মনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম কি ?

রাত্রে আমি আমার এক বৎসরের পুত্রকে দক্ষিণ দিকে লইয়া এবং দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিলাম। এমন সময় তিনি দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া আমার পূর্ব্ব পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র এবং তিনি একই দ্রব্যে প্রস্তুত। আমরাও তাড়াতাড়ি উঠিয়া দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরায়ে বসিলাম। তাঁহার ডান পায়ের হাঁটুর উপর, আমার বাঁম পায়ের হাঁটু রাখিতে হইয়াছিল সংকীর্ণ স্থানের জন্য ; আর তাঁহার কোলের সম্মুখে আমার এক বৎসরের সেজ পুত্র বসিয়াছিল। তিনি মন্ত্র পাঠ করিবার সময়, আমার ও আমার সেজ পুত্রের মুখ হইতে সেই মন্ত্র আপনা আপনি উচ্চারিত হইল। সে মন্ত্র সে সম্প্রদায়ের লোকের মৃত্যুর পর সৎকার করিতে যাইবার সময় সকলে বলিতে বলিতে লইয়া যান।

মৃত্যুর পর সৎকার করিতে যাইবার সময়, যে সম্প্রদায় যাহা বলিতে বলিতে লইয়া যান, তাহাই তাঁহাদিগের আসল মন্ত্র।

পরব্রহ্মমূর্ত্তি গুরুমহেশ্বর তাঁহার আমিকে বক্ষঃস্থলের মধ্যে করিয়া প্রকৃতির শেষ সীমা ত্যাগ করিবার সময়, নিরালম্ব স্থান

সময় মনপ্রাণ অত্যন্ত অস্থির হয়। নাগর দোলার সর্ব্ব উচ্চে উঠিয়া নামিবার সময় যে প্রকার মনপ্রাণ বিচলিত হয়. সেই প্রকার নিরালম্ব স্থান অতিক্রম করিবার সময় হয়। তাহার পর এমন একটী স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থানের সকল লোকের একই প্রকার মূর্ত্তি. চিনিবার উপায় নাই। সকলেই সকল জীবের স্বরে ও সকল ভাষায় কথা কহিতে পারেন। নিকটে কথা কহিলে মনে হয় দূরে কথা কহিতেছেন। নিকটের কথাও শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল।

যখন দেখিবেন, কেবল পরমেশ্বরে স্পৃহাযুক্ত হইয়া ধ্যেয় বস্তু স্মরণ করিতে করিতে চিত্তবৃত্তি সকল বিলুপ্ত প্রায় হইয়া সূক্ষ্ম অবলম্বনে তন্ময় হইয়া কেবল রঙিন ফটো বা ধ্যেয় বস্তুই চিত্তকে অধিকার করিয়া, চক্ষুতে আটকাইয়া ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ হইয়া, তাহাতে তন্ময় হইয়া আছে এবং তৎসঙ্গে নাম জ্ঞান ও সঙ্কেত জ্ঞান আছে, তাহা হইলে তাহা সবিতর্ক বা সবিচার সমাধি যোগ।

আর যখন দেখিবে, স্পৃহাশূণ্য হইয়া, ধ্যেয় বস্তু স্মরণ করিতে করিতে চিত্ত বৃত্তিশূন্য, কোন প্রকার বৃত্তি, নাম-জ্ঞান ও সঙ্কেত-জ্ঞান নাই। উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ ফটো বা ধ্যেয় বস্তু ক্রমশঃ বিলীন হইয়া, সম্পূর্ণরূপে সোনার বর্ণ হইয়া চক্ষুতে আটকাইয়া তাহাতে তন্ময় হইয়া নিরালম্ব বা চিত্তের স্বচ্ছ স্থিতিপ্রবাহ দৃঢ় হইয়া নির্বীজ হইয়াছে। ভ্রমের ও প্রমাদের লেশ নাই, কোন চেষ্টা নাই, কোন দোষ নাই, কোন ক্লেশ নাই, কোন প্রকার

চিত্ত অমনি পরব্রহ্মমূর্ত্তি 'গুরুমহেশ্বরকে'' আশ্রয় করিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সোনার বর্ণ ধ্যেয় বস্তু ক্রমশঃ শ্বেতবর্ণে পরিণত হইতে থাকিবে। তখন তাহার কোন স্পৃহা থাকিবে না। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য তখন আর তাহাকে প্রলোভিত করিতে পারিবে না। এই অবধি প্রকৃতির সীমা। ইহাকে নির্ব্বিতর্ক বা নির্ব্বিচার সমাধি যোগ বলে। এই সমাধির সময় দ্বৈত জ্ঞান থাকে, এই সমাধি যোগ ভঙ্গের পর পুনশ্চ তাহা হইতে সংসারাঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং স্পৃহাযুক্ত সুরস অসীম পরমানন্দ লাভ হয়।

"গুরুমহেশ্বর" বা সোণার বর্ণ ধ্যেয় বস্তুকে অহোরাত্র স্মরণ করিতে করিতে দেখিবেন ক্রমশঃ বিলীন হইয়া কুশ বা কেশিয়া ফুলের উপর সূর্য্য কিরণ পড়িলে যে প্রকার দেখায়, তাহা অপেক্ষা ভাল মায়ার আবরণ উন্মুক্ত শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়া চক্ষুতে আট্‌কাইয়া সম্পূর্ণরূপে তাহাতে তন্ময় হইয়া আছে। তখন বুঝিবেন আপনি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে গিয়াছেন। তখন মনে হইবে আমি যেন নাভির দিকে প্রবেশ করিতেছি। এখানে আমিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি আছি এই জ্ঞান কেবল থাকে। কোন স্পৃহা থাকে না, শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ হয় না। সুখ দুঃখ অনুভব হয় না, কেবল বিমল নীরস পরমানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতে হয়। এই স্থানে অবস্থিত হইলে আমির জীবোপাধি বুদ্ধির লয় হয় এবং আমিকে গুরুতর দুঃখ বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। ইহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগ

"গুরু" মহা-ঈশ্বর। "গুরুমহেশ্বরই" অনাদি ও অনন্ত অসীম "পরমেশ্বর নারায়ণ" "পরমেশ্বরী নারায়ণী" 'হরি'। সকল নাম আর মূর্ত্তি তাঁহারই, তিনি ভিন্ন কিছু নাই আর এবং সকল কার্য্য তিনি করিয়া থাকেন। "আমি" তাঁহাতে মনোযোগ দেওয়া মাত্র। যাঁহাকে পাইলে আর কিছু পাইবার ইচ্ছা থাকে না, যাঁহার সুরস বাক্য শুনিলে, তাঁহাকে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, কিছু আর ভাল লাগে না। তিনিই অসীম পরব্রহ্ম মূর্ত্তি "গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী"।

অসীম পরমচৈতন্যময় পরমচৈতন্যময়ী পরমানন্দময় পরম আনন্দময়ী "গুরুমহেশ্বর" পরব্রহ্ম নারায়ণ হরির যে ঐশ্বর্য্য-শক্তি, তাহাই মায়া, মায়াই পরমেশ্বরী, পরমেশ্বরীই নারায়ণী, নারায়ণীই প্রকৃতি, প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল। প্রকৃতির ধ্বংস নাই। পুরুষ ও প্রকৃতি এবং সকল বস্তুই অনাদি, অনন্ত। অসীম "গুরুমহেশ্বর" পরব্রহ্ম "নারায়ণ" "হরির স্বরূপ বলিয়া জানিবেন।

অসীম পরমচৈতন্যময় পরমচৈতন্যময়ী পরমআনন্দময় পরম আনন্দময়ী "গুরুমহেশ্বর" যখন অসীম মায়ার দ্বারা আবৃত থাকেন, তখন তাঁহাকে অসীম পরমেশ্বর পরমেশ্বরী বলা হয়। আর যখন তাঁহার সীমা বিশিষ্ট "আমি" সীমা বিশিষ্ট মায়ার দ্বারা আবৃত থাকেন, তখন তাঁহাকে সীমা বিশিষ্ট "পরমেশ্বর" "পরমেশ্বরী" বলা হয়। এবং যখন এই সীমা বিশিষ্ট "পরমেশ্বর" "পরমেশ্বরী" অসীম "গুরুমহেশ্বর' "পরব্রহ্ম" "নারায়ণ" "হরির" অনিমাদি ঐশ্বর্য্য শক্তি বা মায়া কিম্বা প্রকৃতি

অথবা পরমেশ্বরী লাভ করেন, তখন তাহাকে ভগবান বলা হয়।

"গুরু" বলিলে সীমা বিশিষ্ট বুঝায়। পরব্রহ্মমূর্ত্তি "গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী" "পরব্রহ্ম" পরমাত্মা বা চৈতন্য বলিলে অসীম বুঝায়।

"গুরু" পরব্রহ্ম মূর্ত্তি "গুরুমহেশ্বর" ও পরমাত্মা পরব্রহ্ম বা চৈতন্যের এবং মায়ার আবরণ উন্মুক্ত "পরব্রহ্মের আমি" বা আত্মার একই প্রকার মায়ার আবরণ উন্মুক্ত শ্বেতবর্ণ। কুশ বা কেশিয়া ফুলে সূর্য্য কিরণ পড়িলে যে প্রকার দেখায়, তাহা অপেক্ষা মায়ার আবরণ উন্মুক্ত ভাল বর্ণ।

"পরব্রহ্মের" যে ঐশ্বর্য্য শক্তি বা মায়া কিম্বা প্রকৃতি অথবা প্রকৃতির দ্বারা পৃথক পৃথক রূপে আবৃত "পরব্রহ্মের চিত্ত এবং আমিরই" বহু প্রকার বর্ণ বা রং।

এই একই পরব্রহ্ম সারা ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর "গুরু মহেশ্বর" নামে এবং সারা ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে পরব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইনিই পরমাত্মা বা চৈতন্য।

স্পৃহাশূণ্য পরব্রহ্মমূর্ত্তি মিলিত "মন এবং আমিকে" "আত্মা" বুঝায়। স্পৃহাযুক্ত বা মায়ার দ্বারা পৃথক পৃথক রূপে আবৃত "আমি এবং চিত্তকে" আত্মা বুঝায় না।

এই একই "আমি এবং মন" দুই প্রকারে কার্য্য করিতেছেন, স্পৃহাযুক্ত বা প্রকৃতির অধীন হইয়া এবং স্পৃহাশূণ্য বা স্বাধীন হইয়া।

দ্বারা পৃথক পৃথকরূপে আবৃত হওয়ায়, প্রকৃতির দ্বারা স্পৃহাযুক্ত হইয়া, শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ হয়। সত্য বিষয় ক্ষণে বিশ্বাস, ক্ষণে অবিশ্বাস এবং তুমি, আমি, ভাল, মন্দ, দ্বৈতজ্ঞান জন্মায়; অন্তঃকরণে পরমানন্দের আবির্ভাব হয় না। পরন্তু সংসারা বন্ধনে নানা প্রকার দুঃখ ভোগ হয়।

"আমি এবং মন" স্পৃহাশূণ্য হইলে মিলিত হইয়া যায়। সেই কারণে শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ হয় না, ক্ষুধা থাকে না, সুখ দুঃখ অনুভব হয় না এবং প্রথমে স্পৃহাযুক্ত সুরস অসীম পরমানন্দ উৎপন্ন হয়। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েরই "আমি" একই প্রকার।

মায়ার আবরণে আবৃত "আমি" গৃহের ভিতর থাকি। মায়ার আবরণে আবৃত "চিত্ত" গৃহের বাহিরে থাকে।

যিনি মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া অসীম আকাশরূপে প্রত্যেক জীব দেহের ভিতর এবং বাহিরে সর্ব্বত্র "গুরু"রূপে বিদ্যমান আছেন, তাহার পরব্রহ্ম মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহাকে পরব্রহ্ম মূর্ত্তি "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" বলা হয়। ইনি রসাল "গুরু"।

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্বে এবং ভূমিষ্ট হইয়া আমার ব্রহ্মাণ্ড বিষয় বা যে যে দ্রব্যে আমার "মন এবং আমি" যোগ হইত বা হইতেছে, তাহার বিষয় কোন জ্ঞান ছিল না ও নাই; এই মায়ার আবরণে আবৃত, অসীম আকাশরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে" মধ্যে রাখিয়া জ্ঞান পাইয়াছি ও পাইতেছি। অতএব সকল দ্রব্য গুরুর দ্বারা

আমার নিজের হস্ত বিষয়, আমার কোন জ্ঞান ছিল না। এই মায়ার আবরণে আবৃত অসীম আকাশরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান "গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী" আমার হস্ত বিষয় আমাকে জ্ঞান দিয়াছেন, যে এই প্রকার বস্তু, অতএব আমার নিজের হস্তই আমার "গুরু"। সেই প্রকার সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কিম্বা কেবল মাত্র মনের দ্বারা এই মায়ার আবরণে আবৃত পরব্রহ্ম মূর্ত্তি "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী"র সাহায্যে, আমার যে যে বিষয় জ্ঞান হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁহারা সকলেই আমার "গুরু"। এক্ষণে "গুরু" হইতে কেবল মাত্র বাকী রহিলেন মিলিত "মন এবং আমি"।

নির্লোভ সংযম শিক্ষা না করিয়া, মায়ার আবরণে আবৃত সীমা বিশিষ্ট "গুরুর" উপাসনা করিলে, যখন তিনি শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া শরীরকে সুগোল করিবেন এবং বলিবেন, "আমিই সেই" এরে বলে "সোঽহং"; তখন সে তেজ সহ্য করা কষ্টকর হইবে। বস্তুতঃ তাহার পর বক্ষঃস্থলের মধ্যে মায়ার আবরণ উন্মুক্ত মনুষ্যাকার "গুরুকে" এবং তাঁহার শ্রীপাদ পদ্মের নিম্নে "আমিকে" দেখা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এই গুরু রূপান্তর হইবার সময় অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়।

মনে মনে সকল সময় অহোরাত্র, সকল বস্তুই পরমেশ্বর, পরমেশ্বর ভিন্ন কিছু নাই আর। এই প্রকারে পরমেশ্বরকে জানিলে, মায়ার আবরণ উন্মুক্ত "আমিকে" দেখিবার সুযোগ পাইব। নির্লোভ সংযম শিক্ষা করিয়া অসীম পরমেশ্বর বোধে

প্রতিমূর্ত্তির সহিত বা যে কোন দ্রব্য হউক না কেন, তাহার সহিত অঘোর ত্র কথা কহিয়া প্রতিমূর্ত্তি মুখস্থ করিলে, "গুরুর" কৃপায়, বক্ষঃস্থলের মধ্যে সেই প্রতিমূর্ত্তির মতন, মায়ার আবরণ উন্মুক্ত মনুষ্যাকার "গুরুর" দক্ষিণ শ্রীপাদপদ্মের নিম্নে, পরব্রহ্ম মূর্ত্তি "আমিকে" দেখিতে পাওয়া যায় মায়ার আবরণ উন্মুক্ত "আমিকে' দেখিতে পাইলে, স্পৃহাশূণ্য পরব্রহ্ম মূর্ত্তিতে মিলিত "মন এবং আমি"ও "গুরু" হইয়া যাইব।

"আমি" গুরু হইয়া যাইলে "আমির" কথা কহিবার শক্তি থাকে না। তখন "আমি" স্পৃহাশূণ্য হইয়া, মায়ার আবরণ উন্মুক্ত মনুষ্যাকার "গুরু" ও "আমিকে" কেবল দেখিতে থাকিব। দেখিতে দেখিতে কিছু দিন পরে, পরব্রহ্মমূর্ত্তি "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" আসিয়া মস্তক বেষ্টন করিয়া নিজের পরিচয় দিয়া, পরব্রহ্মমূর্ত্তি স্পৃহাশূণ্য মিলিত "মন এবং আমিকে" তাঁহার বক্ষঃস্থলের মধ্যে করিয়া পরব্রহ্মের নিকট লইয়া যাইবেন; তখন "আমি" কেবল পরব্রহ্মমূর্ত্তি "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে" দেখিতে থাকিব। "আমি" পরব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া পরব্রহ্মকে দেখিলে, পরব্রহ্মও "গুরু" হইয়া যাইবেন। তখন "আমি" কেবল "গুরু" 'পরমাত্মা পরব্রহ্মকে' দেখিতে থাকিব। এই "আমি" এক দেহ হইতে অন্য দেহে এবং পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সকল ভ্রমণ করিতে পারি।

পরব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হইলে, পরব্রহ্মমূর্ত্তি "গুরু মহেশ্বরকে" ও "আমিকে" দেখিতে পাওয়া যায় না। "আমি" আছি এই জ্ঞান কেবল থাকে। এই সময় কোন কার্য্য করিতে

যাইলে মনে অত্যন্ত ভয় হয়। কোন স্পৃহা থাকে না, ক্ষুধা থাকে না, শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ হয় না, সুখ দুঃখ অনুভব হয় না। তখন মনে হয়, "আমি" যেন নাভির ভিতর প্রবেশ করিতেছি। কেবল বিমল নীরস, পরমানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতে হয়। এইস্থানে অবস্থিত হইলে "আমির" জীবোপাধি বুদ্ধির লয় হয় এবং "আমিকে" গুরুতর দুঃখ বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। এই অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগ বলে।

যে কোন মনুষ্য বা জীবের দিকে, আমি যখনই চাহিয়া দেখি, সেই মনুষ্য বা জীব কিম্বা তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তখনই আমার দিকে চাহিয়া দেখে এবং সেই মনুষ্য বা জীবকে কিম্বা তাহার প্রতিমূর্ত্তিকে অসীম পরমেশ্বর বোধে ধারণায় পরিণত করিলে অর্থাৎ যাহা স্মরণ করিবামাত্র স্মৃতিপথে উদয় হয়। তিনি এবং সেই মনুষ্য বা জীবটী, আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে, এবং যখন আমি যাহা করিব তাহা দেখিতে পাইবে। কারণ প্রত্যেক জীব-দেহের ভিতর এবং বাহিরে "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" আকাশরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। তাঁহাকে সীমাবিশিষ্ট ছাঁচে চক্ষুর দ্বারা রূপান্তর করিয়া দেহের ভিতর আনিবার কারণ, সকল বিষয় দেখিতে ও বুঝিতে পারেন।

শ্রীশ্রীনারায়ণ হরির অবস্থা বিশেষ "পরব্রহ্ম"। যেখানে পরব্রহ্ম মূর্ত্তি "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" দয়া করিয়া স্পৃহাশূন্য পরব্রহ্মরূপে মিলিত "মন এবং আমিকে" লইয়া গিয়া, সকল বিষয় শান্তি দিয়া [illegible] করিয়া [illegible] দেন। তাহার পর

জীবনমুক্ত করিয়া, হিরণ্ময় বিগ্রহ নারায়ণ হরিকে দেখাইয়া দেন।

"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" যিনি মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া, অসীম আকাশরূপে প্রত্যেক জীব দেহের ভিতর এবং বাহিরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। তিনিই শ্রীশ্রীনারায়ণ হরির রাজসূয় যজ্ঞের ভাণ্ডার এবং ভাণ্ডারী এই অসীম "গুরুতে" ওঁঙ্কারকে প্রযুক্ত করিয়া, ওঁঙ্কার সর্ব্বসমৃদ্ধিমান। ওঁঙ্কারের উপাসনাতে সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি লাভ হয়। ওঁঙ্কারের এই প্রকার সমৃদ্ধি গুণ জানিয়া তাহাতে তন্ময় হইলে, যাহা ভাবিয়া তন্ময় হইবেন তাহাই পাইবেন।

এই "গুরুকে" যে যে প্রকার সাজ সেজে আসিয়া উপস্থিত হইতে এবং কার্য্য করিতে বলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সাজ সেজে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সেই কার্য্য করিয়া দেন। আমরা এই "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে" পুত্র, কন্যা এবং সকল প্রকার কার্য্যের ছাঁচে নিত্য রূপান্তর করিতেছি। এই "গুরু" ভিন্ন গতি নাই। আমরা শরীরের দ্বারা এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কোন কার্য্য করি, এই "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে" সেই ছাঁচে রূপান্তর করিয়া করিতে হয়। যখন আমরা বিষ্ণুর আরাধনা করি, বিষ্ণুর ছাঁচে এই "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে" রূপান্তর করিয়া আমরা বিষ্ণুর আরাধনা করি। অতএব আমরা কাহার পূজা করি না। কেবল "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীর" পূজা করিয়া থাকি, এবং সকল কার্য্যে কেবল "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে" রূপান্তর করিয়া আবদ্ধ রাখি।

আমরা বলি আমার শরীর। কিন্তু কোটী কোটী অণু পরমাণুর শরীর সমষ্টি মিলিত হইয়া আমার দেহ গঠিত হইয়াছে। এই কোটী কোটী অণু পরমাণুর "আমি" বলিতেছি আমার শরীর। এই কোটী কোটী অণু পরমাণুর কথা আমি শুনিতে পাই না। কারণ আমার কথায় আমি নির্লোভ সংযম পূর্ব্বক, ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে যত্ন অধ্যবসায় এবং পরম আশক্তির সহিত মনোযোগ করি না। নয়টী দরজার ভিতর তিনটী দরজা দিয়া অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, বাক্যের দ্বারা মিলিত "মন এবং আমিকে" একত্রিত করিয়া, সরল হইয়া, অসীম পরম চৈতন্যময় পরম চৈতন্যময়ী পরম আনন্দময় পরম আনন্দময়ী "পরমেশ্বর" "গুরুমহেশ্বর" জ্ঞানে যে কোন মূর্ত্তি বা ছবি কিম্বা ফটো মুখস্থ করিলে "আমিকে" দেখিতে পাওয়া যায়, এবং বিন্দু মুখস্থ করিলে, মায়ার আবরণে আবৃত অসীম পরমেশ্বরকে এবং এই কোটী কোটী অণু পরমাণুকে দেখিতে ও তাহাদিগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কারণ বিন্দুটী অসীম। আর অহিংসা প্রতিষ্ঠার সময় পরিধেয় বস্ত্র এবং যাবতীয় সামগ্রীকে জীবন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

নির্লোভ সংযম শিক্ষা না করিয়া আমরা কেবল আমার শরীর বলিয়া গর্ব্বিত হইয়া বেড়াই, এবং আমাদিগের সকল বিষয় বিশেষরূপে ব্যুৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও, লোভ সম্বরণ করিতে না পারায়, অনভিজ্ঞ মধ্যে পরিগণিত হই।

লোভযুক্ত সংযমের দ্বারা, মনুষ্যকে হীনচেতা করিয়া, মনুষ্য এই নাম ধারণ করিবার অযোগ্য করিয়া দেয়। লোভযুক্ত

সংযমের দ্বারা, মনুষ্য একটী সীমা বিশিষ্ট স্থানের মধ্যে বড় হইয়া থাকিতে চাহে, ও সেই সীমার ভিতর তাহা অপেক্ষা অবস্থাপন্ন থাকিলে, দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা পায়, এবং হীনচেতা হওয়ায়, নিজে, স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধু, কন্যা, জামাতা এবং ইহাদিগের সন্তানসন্ততি কি প্রকারে সুখে থাকিবে, এই চেষ্টায় অহোরাত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। পরস্ব অপহরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

নির্লোভ সংযমের দ্বারা মনুষ্যকে উদারচেতা করিয়া মনুষ্য এই নাম ধারণ করিবার যোগ্য করিয়া দেয়। উদারচেতা হওয়ায় সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর থাকেন ও যাহাতে পরের উপকার হয়, সেই কর্ম্মে জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প থাকেন।

ছাত্রদিগকে লোভযুক্ত সংযম শিক্ষা দেওয়ায়, পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। নির্লোভ সংযম শিক্ষা দিলে অশান্তি দূর হইবে। এই বিষয় জানিতে আমরা আন্তরিক চেষ্টা করি না।

স্ত্রী কিম্বা পুরুষ উপাস্য দেবদেবীর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া পূজা করিলে, অথবা সর্ব্বদা মুখ দেখিলে, যখন আপনার চক্ষুতে তাঁহার মূর্ত্তির ফটো আটকাইয়া যাইবে, সেই সময় যখনই আপনি স্ত্রী-সম্ভোগ করিতে যাইবেন, তখনই দেখিবেন আপনার উপাস্য দেবদেবীতে উপগত হইতে যাইতেছেন। অতএব সর্ব্বদা উপাস্য দেবদেবীর শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিবেন, মুখ দেখিবেন না। যদি এই শরীর আমার নয়,

"গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরীর" শরীর। তাঁহার শরীরের ভিতর বক্ষঃস্থলের মধ্যে আমি" থাকি। "আমির" কেবল মনোযোগ দিবার ক্ষমতা আছে, কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। এই বিষয়টী অহোরাত্র চিন্তা করিতে করিতে ধারণায় পরিণত হইলে সর্ব্ব শরীর দেখিতে পারেন।

নিজেকে এবং যে দ্রব্যটীকে পূজা করিবেন ও যাহা দিয়া এবং যে শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করিয়া পূজা করিবেন, সকলকেই অসীম পরম চৈতন্যময় পরম চৈতন্যময়ী পরম আনন্দময় পরম আনন্দময়ী "শ্রীশ্রীপরমেশ্বর পরমেশ্বরী" 'গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" জ্ঞানে অহোরাত্র পূজা করিবেন। কালের দ্বারা মন বিচ্ছিন্ন না করিয়া, এইগুলি ভিন্ন আর কিছু না দেখা, না বলা, না শুনার নাম, পরা বা পরম ভক্তি। এই নিয়মের প্রসাদে দিব্য চক্ষু ফুটে উঠিবে।

পূজা করিবার সময় ঠাকুরের দক্ষিণ শ্রীপাদপদ্মের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ দিয়া, নখের পূজা করিবেন। ঠাকুরের নখ দিয়া, ঠাকুরের নখকে পূজা করিবার কারণ, নখ দেখিতে দেখিতে নখের একটী বিন্দুতে মনোনিবেশ হইবে। আরো আপনি যাঁহার পূজা করিতেছেন, তিনি ভিন্ন সারা ব্রহ্মাণ্ডে বা ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে কেহই বা কিছুই নাই। দেবদেবীর উপাসনার বিষয়, অন্য প্রকার। সেই কারণে তাঁহার পূজা তাঁহাকে দিয়া করিতে হইবে। এই প্রকারে পূজা করিলে, কোন প্রতিবন্ধক কিছুই করিতে পারে না। পরন্তু পর পর জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া, পরা বা পরম ভক্তির উদয় হইবে এবং তাহা হইতে

জীবন্মুক্ত হইবেন।

যখন দেখিবেন ঠাকুরের নখের বিন্দু চক্ষুতে আটকাইয়াছে, আর চক্ষু হইতে খুলিবার সম্ভাবনা নাই. অহোরাত্র সর্ব্বত্র ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মের নখের বিন্দু দেখিতেছেন, তখন বুঝিবেন আপনার পরা বা পরমভক্তি দৃঢ় হইয়াছে। সেই সময় "গুরু মহেশ্বর" বুঝিতে পারেন। আমি বহু হইয়া থাকিলেও আমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে; এ এক প্রকার লুকোচুরি খেলা। "গুরু মহেশ্বর' এই সময়, মায়ার আবরণ উন্মুক্ত টানা চক্ষুর ভিতর সাদা ক্ষতিযুক্ত অপরূপ মনুষ্যাকার মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া, দেহীর পদধুলি লইয়া যান।

চিত্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে, মায়ায় মুগ্ধ থাকে; চিত্ত দ্রব্যের উপরে উপরে থাকিলে প্রকৃতির অধীন থাকে, এবং অসীম পরম চৈতন্যময় পরম চৈতন্যময়ী পরম আনন্দময় পরম আনন্দময়ী "পরমেশ্বর" "গুরু মহেশ্বর" জ্ঞানে দ্রব্যের এক স্থানে বহুক্ষণ ধরিয়া মনোনিবেশ করিয়া থাকিলে "গুরু মহেশ্বরের" ঐশ্বর্য্যশক্তি বা মায়া কিম্বা প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বরীর আবরণ ফুঁড়িয়া "গুরু মহেশ্বরের" "আমিতে" মনোযোগ দেওয়া হয়।

পূজা করিবার পূর্ব্বে, মনে মনে অসীম পরম চৈতন্যময় পরম চৈতন্যময়ী পরম আনন্দময় পরম আনন্দময়ী 'পরমেশ্বর" "গুরু মহেশ্বর" জ্ঞানে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হইয়া, অহর্নিশি মুখে একটীর পর, আর একটী, সঙ্গত বাক্য উচ্চারণ করিবেন। যে বাক্যের দ্বারা প্রেমাশ্রু উৎপন্ন হয়। প্রেমাশ্রু

উৎপন্ন হইলে সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সাষ্টাঙ্গ লুটায়ে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম প্রেমাশ্রু দিয়া ধোয়াইবেন এবং ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে যত্ন অধ্যবসায় আর পরম আশক্তির সহিত ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, সুখের অনুসন্ধান না করিয়া, নিরাকাঙ্খা ও অকপট মনে পুলকিত হইঁয়া, ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম অহোরাত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবেন।

তাহার পর পূজা করিবেন। ফুলের ভিতর তুলসীপত্রের ভিতর, বিল্বপত্রের ভিতর বা যে কোন দ্রব্য হউক না কেন, (না লাগে) তাহার ভিতর, অসীম "পরমেশ্বর" "গুরু মহেশ্বর" জ্ঞানে ঠাকুরের দক্ষিণ শ্রীপাদপদ্মের বৃদ্ধ অঙ্গুলির নখ দেখিবেন, কালের দ্বারা মন বিচ্ছিন্ন না করিয়া এবং সেই নখ দিয়া অসীম "পরমেশ্বর" "গুরু মহেশ্বর" জ্ঞানে ঠাকুরের নখকে অহোরাত্র পূজা করিবেন, এবং নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে মুখে বারম্বার একটী পরমেশ্বর বাচক শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করিয়া, কর্ণে কেবল সেই শব্দ বা বাক্যটী শুনিতে শুনিতে পূজা করিবেন। কিন্তু যখনই কষ্ট অনুভব হইবে, আর পূজা করিবেন না। যত দিন না শরীর সুস্থ হয়।

কিম্বা চক্ষু দিয়া, কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নখের একটী বিন্দু দেখিবেন যখন কিছু দেখিবেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নখের বিন্দুর ভিতর দিয়া দেখিবেন। যখন কিছু শুনিবেন একটী পরমেশ্বর বাচক শব্দ বা বাক্য কেবল শুনিবেন, যেমন "হরি"। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, যখন কিছু বলিবেন "হরি" এই বাক্যটী কেবল বলিবেন।

এই প্রকার ভিন্ন, আর কোন প্রকারে আপনি কিছুই দেখিতে পাইবেন না, বলিতে পাইবেন না, শুনিতে পাইবেন না।

প্রত্যেক ব্যক্তির প্রায় আটাশ বৎসরের ভিতর ফাঁড়া থাকে। এই প্রকারে জপ করিলে, ফাঁড়া অতিক্রম করিয়া, দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন।

স্পৃহাশূন্য নির্লোভ সংযম শিক্ষা করিয়া এই প্রকারে পূজা করিলে, মায়ার আবরণে আবৃত আকাশরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান অসীম "গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী" সীমাবিশিষ্ট প্রতিমূর্ত্তির ছাঁচে রূপান্তর হইবার সময়, সীমাবিশিষ্ট প্রতিমূর্ত্তি স্মরণ করিবা মাত্র স্মৃতিপথে উদয় হইবে। রূপান্তর হইলে, চক্ষুতে আট্‌কাইয়া যাইবে।

প্রথমে সীমাবিশিষ্ট মনুষ্যাকার "গুরুর" এবং "আমার" মায়ার আবরণে আবৃত অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ, কারণ শরীর আমার মস্তকের উপর দেখিতে পাইব। কিছুদিন পরে এই সীমাবিশিষ্ট মনুষ্যাকার "গুরু" শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, শরীরকে সুগোল করিবেন এবং শরীরের ভিতর হইতে বলিবেন, "আমিই সেই" এরে বলে "সোঽহং"। তখন এই সীমাবিশিষ্ট মনুষ্যাকার "গুরুকে" দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাহার পর "গুরুর" এবং "আমার" কারণ শরীরকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সীমাবিশিষ্ট "গুরু"। এই দেহ, মুণ্ড-রহিত হইলে যে প্রকার দেখায়। মুণ্ডরহিত দেহের গলদেশের ভিতর, কেবল তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্ম রাখিয়া এবং দুই হস্ত

প্রসারিত করিয়া সীমাবিশিষ্ট পৃথিবীর ভিতর, এই "গুরু" ভিন্ন কিছু নাই আর এই প্রকার দেখান। মস্তকের উপর এইটী দিব্য চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মন এই প্রকার দেখিয়াও এই "গুরুকে' সারা ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা বলিয়া মানিতে চাহে না।

এই সীমাবিশিষ্ট মনুষ্যাকার "গুরুর" কৃপায়, মায়ার আবরণ হইতে মন এবং আমি উন্মুক্ত হইয়া মিলিত হইলে, জীব দেহের বা মনুষ্য শরীরের ভিতর কিম্বা শ্রীশ্রীপরমেশ্বর নারাযণ পরমেশ্বরী নারায়ণী, পুরুষ প্রকৃতির বাড়ী বা দেহের ভিতর, বক্ষঃস্থলের মধ্যে পৃথক পৃথকরূপ মায়ার দ্বারা আবৃত "আমি এবং চিত্ত" থাকিবার ঘর আছে। সেই ঘরের ভিতর একটী দরজা দৃঢ় বদ্ধ আছে। সেই দরজাটী এই মনুষ্যাকার "গুরুর" খুলিবার ক্ষমতা আছে। কর্ম্মদেব দেবীকে বারম্বার সম্মুখে এবং পশ্চাতে প্রণাম করিলে, তিনি স্পন্দন বন্ধ করিবার অগ্রে এই 'গুরু' দৃঢ়বদ্ধ দরজা ভাঙ্গেন, তখন দরজা ভাঙ্গার আওয়াজ শুনা যায়। এই সময় মনে অত্যন্ত ভয় হয়। তখন "গুরু" ভিন্ন কেহ নাই আর ভাবিয়া, মনে মনে গুরুর যুগল শ্রীপাদ-পদ্ম বুকে ধারণ করিলে আর ভয় থাকে না। এই ঘটনা ঘটিবার দুই কিম্বা তিন ঘণ্টার পূর্ব্বে, নিজের মতন তিন-জনকে দেখিতে পাওয়া যায়। দরজা ভাঙ্গা হইলে দিব্য চক্ষুর দ্বারা মস্তকের উপর একটী অপরূপ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে ষঠচক্র ভেদ বলে।

স্বর স্ত্রীলোকের কণ্ঠের স্বরের মতন শুনা যায়। মায়ার আবরণ উন্মুক্ত সীমাবিশিষ্ট মনুষ্যাকার " গুরু"। সেই শক্তিকে মস্তকে পাঠাইয়া দিলে, লিঙ্গের বীর্য্যপাত বন্ধ হয়। তখন লিঙ্গ দিয়া দুগ্ধ কিম্বা জল খাওয়া যায়। এই সময় হইতে সমাধি পর্য্যন্ত যত দিন না পুনর্ব্বার অধিক কথা বলা যায়, ততদিন উর্দ্ধরেতা থাকে। অধিক কথা কহিলে আর উর্দ্ধরেতা থাকে না। সমাধি ভঙ্গ হয়।

লিঙ্গমূলের শক্তি মস্তকে উপস্থিত হইলে, মস্তকের ভিতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পর মস্তক খালি হইয়া যায়। সেই সময় কতকগুলি "আমি" এই খালি মস্তকের ভিতর দিব্য চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। "গুরু" সেই সময় বলিয়াছিলেন, তুমি, এই "আমি"গুলি কি লইবে? আমি বলিয়াছিলাম, ইহা লইয়া আমি কি করিব, মনুষ্যাকার হইলে, কার্য্যে লাগিত। সম্ভবতঃ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগেরই 'আমি"। কারণ সেই সময় যে সকল কথা শুনা গিয়াছিল, সেই কথাগুলি যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগেরই কথা। সেই সকল কথা কিছুদিন মস্তকের ভিতর বদ্ধ ছিল এবং সময় সময় সেই সকল কথা শুনা যাইত। এই খালি মস্তক হইতে গ্রামোফোনের সৃষ্টি।

তাহার পর, ভয় পাইলে বা ক্ষতি কিম্বা অভাব হইলে, বুকের ভিতর যে বস্তুটী ধড়ফড় করে, সেই বস্তুটীকে "গুরু" বুক হইতে সরাইয়া দেন।

কিছু দিন পরে, বক্ষঃস্থলের মধ্যে মায়ার আবরণ উন্মুক্ত সীমা বিশিষ্ট মনুষ্যাকার "গুরুর" দক্ষিণ শ্রীপাদপদ্মের নিম্নে

অসীম পরম চৈতন্যময়, পরম চৈতন্যময়ী পরম আনন্দময় পরম আনন্দময়ী ও প্রভৃত শক্তি বিশিষ্ট উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ কুশ বা কেশিয়া ফুলে সূর্য্যকিরণ পড়িলে যে প্রকার দেখায়, তাহা অপেক্ষা ভাল মায়ার আবরণ উন্মুক্ত শ্বেতবর্ণের বড় মটরের অপেক্ষা কিছু বড় বস্তু দেখা যায়, তাহাই পরব্রহ্ম মূর্ত্তি স্পৃহাশূণ্য মিলিত "মন এবং আমি" ইহাকে আত্মা বলে।

বক্ষঃস্থলের মধ্যে এই মায়ার আবরণ উন্মুক্ত পরব্রহ্ম মূর্ত্তি "আমিকে" মনুষ্যাকার "গুরু" তাঁহার দক্ষিণ শ্রীপাদপদ্মের নিম্নে রাখিয়া, বারম্বার "গুরু" এই বাক্য বলেন এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন "আমিই সব"।

এই "গুরু" শরীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া অনুমান পাঁচ বৎসরের পর "গুরু" সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম বর্ণনা করেন।

এই সীমা বিশিষ্ট "গুরু", দেহের ভিতর যিনি কথা কহিতেছেন, তাঁহার কথা কহিবার শক্তি হরণ করেন এবং যে বাক্য দেহী জ্ঞানত বলিতে পারে না। যেমন আমার স্ত্রীকে অমুক ব্যক্তিকে দিলাম, এই বাক্যটী মুখ হইতে বাহির হয়, তখন উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়, আমার বাক্য বলিবার ক্ষমতা নাই। তাহার পর "গুরু" বলিলেন তোমার আবশ্যক হইলে, তুমি উহার স্ত্রীকে পাইবে। মন তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিয়াছিল, তোমাকে অনুনয় বিনয় করিয়া বাড়ীর ভিতর আনিবার কারণ তুমি কর্ত্তা হইয়াছ। তোমার মন্ত্র কাঁঠাল

আমি চাহি না। এই কথা বলিবা মাত্র তিনি চলিয়া গেলেন। এই "গুরুর" ব্যাপার সংক্ষেপে কিছু বলিলাম।

ইহার পরক্ষণে পরব্রহ্ম মূর্ত্তি ' গুরু মহেশ্বর" মস্তক বেষ্টন করিয়া বারম্বার বলিয়াছিলেন 'গুরু মহেশ্বর"। ইঁহাকে দিব্য চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ছয় মাস মৌন হইয়া থাকিয়া, মনে মনে দর্শন পড়িয়া এক একটী বাক্যের বহু অর্থ করিয়া ও যাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায় নাই, তাহা তিনি সংক্ষেপে অতি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছিলেন। তখন আমি কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট আফিসের ইন্‌সিওর ঘরে কার্য্য করিতেছিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া, দাঁড়াইয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। তখন সকলে বলা বলি করিতে লাগিলেন। এই ব্যক্তি পাগল হইয়াছে।

তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না। কিছু আর ভাল লাগিল না। মন তখন তাঁহার নিকট আপনিই রহিল। যে নিয়মে চলিতেছিলাম, আমার মুখ দিয়া বিচার করিয়া নিয়ম পাল্টাইয়া দিলেন। এই সময় যাঁহাকে স্মরণ করা যাইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইবেন। ইহার কিছু দিন পরে পরব্রহ্মমূর্ত্তি "গুরু মহেশ্বর" "আমিকে" তাঁহার বক্ষঃস্থলের মধ্যে করিয়া "আমি" যে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর ছিলাম, সেই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে, স্পৃহাশূণ্য পরমচৈতন্যে, নীরস পরমানন্দে বিভোর পরমাত্মা পরব্রহ্মের নিকট লইয়া যান।

পরব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হইলে, পরব্রহ্ম মূর্ত্তি "গুরু মহেশ্বরকে" ও "আমিকে" দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি

আছি এই জ্ঞান কেবল থাকে। এই সময় কোন কার্য্য করিতে গেলে মনে অত্যন্ত ভয় হয়। কোন স্পৃহা থাকে না, ক্ষুধা থাকে না, শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ হয় না, সুখ দুঃখ অনুভব হয় না। তখন মনে হয়, "আমি" যেন নাভির ভিতর প্রবেশ করিতেছি। কেবল বিমল নীরস পরমানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতে হয়। এই স্থানে অবস্থিত হইলে "আমির' জীবোপাধি বুদ্ধির লয় হয় এবং আমিকে "গুরুতর" দুঃখ বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। "আমি" জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া জীবদেহ পরিত্যাগ করিয়া, পরমাত্মা পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া থাকি। এই অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগ বলে।

ক্ষীরসমুদ্রশায়ী অসীম পরমচৈতন্যময় পরমচৈতন্যময়ী পরম আনন্দময় পরম আনন্দময়ী পরমপিতা শ্রীশ্রীপরমেশ্বর নারায়ণ, পরমেশ্বরী নারায়ণী সারা ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ। 'নারা' শব্দের অর্থ জল বা প্রজাবর্গ, 'অয়ন' শব্দের অর্থ জন্ম, গতি ও আশ্রয়। জলময় বীর্য্য হইতে সকলের উৎপত্তি ও অবস্থিতি এই নিমিত্ত তাঁহাকে শ্রীশ্রীনারায়ণ বলা যায়।

শ্রীশ্রীনারায়ণের রাজসূয় যজ্ঞ করিবার বাসনা হওয়ায়, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, রাজসূয়, যজ্ঞে, যে যাহা চাহিবে বা চাহিবে না, তাহাকে তাহাই দেওয়া হইবে, কিন্তু অন্য কেহ না থাকায়, তিনি আপন শরীর হইতে বিবিধ প্রজা, যজ্ঞ সামগ্রী, যজ্ঞ ক্ষেত্র, সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে চিন্তা করিয়াছিলেন।

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কতক পরিমাণ "আমি" এবং

পরমেশ্বরী নারায়ণীর আবরণে পৃথক পৃথক রূপে এবং একত্রিত রূপে যাহার যাহা আবশ্যক, সেই প্রকারে আবৃত হইলে, ওঁ এই শব্দটী প্রথম তাঁহার মুখ পদ্ম হইতে নিঃসৃত হন এবং তিনি নিষ্ক্রিয় হইয়া যান। এই অবস্থাকে পরব্রহ্ম বলে।

ওঁ এই শব্দটী হইতে প্রথমতঃ জলময় বীর্য্য সৃজন করেন। পরে সেই জল হেমময় অণ্ড স্বরূপ হইয়াছিল। সহস্র রবির কিরণের ন্যায় তাহার সমুজ্জ্বল প্রভা বহির্গত হইতে লাগিল। সেই ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বলোক পিতামহ শ্রীশ্রীব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দেবতারা ইত্যাদি আমরা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর, দেবতারা ইত্যাদি আমরা কেহই বর্ত্তমান ছিলাম না। এই সমষ্টির নাম "গুরুমহেশ্বর"।

আমাদিগের সকলের মধ্যে মায়ার দ্বারা পৃথক পৃথক রূপে আবৃত "আমি" এবং "চিত্ত" আছে। সেই "আমি" এবং "চিত্ত' বা জীব, একটী মায়ার জীবদেহ বা একটী ব্রহ্মাণ্ড হইতে, অন্য জীবদেহ বা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে, আবার তাহা হইতে অন্য জীবদেহ বা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে, ক্রমান্বয় ভ্রমণ করিয়া সিখ মটাইতেছি, ভাল না লাগিলে পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতেছি। আবার আসিতেছি। কারণ নিরবচ্ছিন্ন সুখ দুঃখের কারণ। নিরিবচ্ছন্ন দুঃখ সুখের কারণ।

কিন্তু মায়ার আবরণে পৃথক পৃথকরূপে আবৃত "আমি" এবং "চিত্ত"। যদি মায়ার আবরণ উন্মুক্ত বা স্পৃহাশূন্য পর-

ব্রহ্মরূপে মিলিত "মন এবং আমিকে" ও পরব্রহ্ম মূর্ত্তি "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী' "পরমাত্মা পরব্রহ্মকে, দ্বৈত জ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান থাকার জন্য, দেখিতে না পাইয়া পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে না পারে; মৃত্যুর পর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর দেবগণ এবং কর্ম্মদেবদেবী তাহার মায়ার আবরণে পৃথক পৃথকরূপে আবৃত "চিত্তকে" এবং "আমিকে" সঙ্গে লইয়া নাভির ভিতর বীজে পরিণত হইয়া, পরে রূপান্তর হইবেন; নিষ্কৃতি পাই-বেন না।

দেহান্তে শু "চিত্তকে" এবং "আমিকে" পৃথক পৃথকরূপে মায়া বা প্রকৃতির আবরণে আবৃত হইয়া কর্ম্মদেবদেবীর সঙ্গে যাইতে হয়, এবং তিনি "চিত্ত" এবং "আমির" বাসনানুযায়ী স্থানে নিয়োগ করেন, কিন্তু আমার শরীর এই ধারণা ও বাসনা থাকার জন্য, যে যে জীব দেহে যতবার রূপান্তর হইবে, ততবার নিষ্পেষিত হইবে। সেই কারণে মৃত্যুকে ভয়। এই শরীর আমি বা আমার নহে। "আমি" এই দেহের ভিতর বক্ষঃস্থলের মধ্যে থাকি। অহোরাত্র চিন্তা করিতে করিতে এইটী ধারণায় পরিণত করিয়া, "গুরু মহেশ্বর" জ্ঞানে 'আমিতে' মনোযোগ দিয়া থাকিলে, সুখ দুঃখ অনুভব হইবে না।

মায়ার আবরণে পৃথক পৃথকরূপে আবৃত "চিত্ত" এবং "আমি" "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীর" কৃপায় স্পৃহা শূন্য হইয়া, মায়ার আবরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরব্রহ্ম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, "পরমাত্মা গুরুমহেশ্বরের" সহিত কিছু কাল মিলিত হইয়া থাকিলে "পরমাত্মা গুরু মহেশ্বর" যে প্রকার স্পৃহা শূন্য

হইয়া, মায়ার আবরণে আবৃত সকল জীবের ও তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর ভিতরে এবং বাহিরে সর্ব্বত্র থাকিয়া, তাহাদিগের সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। পরমাত্মা গুরু মহেশ্বরে মিলিত স্পৃহাশূন্য "মন এবং আমির" ও পরমাত্মা গুরু মহেশ্বরের সহিত একযোগে সকল জীবের ও তেত্রিশ কোটী দেব দেবীর ভিতরে এবং বাহিরে সর্ব্বত্র থাকিয়া তাহাদিগের সকল কার্য্য করিয়া দেওয়া হয়।

বিবিধ প্রজা, যজ্ঞ সামগ্রী, যজ্ঞ ক্ষেত্র কিম্বা এক একটী পরমাণু বা পরমাণু হইতে সূক্ষ্ম পদার্থ, যাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। এ ছাড়া আমাদিগের চক্ষুর অতীত অনেক প্রকার ক্ষুদ্র এবং দীর্ঘকায় জীব আছেন। তাহারাও এক একটী জীব বা এক একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, তাহাদিগেরও মায়ার দ্বারা পৃথক পৃথকরূপে আবৃত "চিত্ত" এবং "আমি" আছে।

তাহার প্রত্যেকের ভিতর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আছেন। এই প্রকার দুইটী বা ততোধিক জীব কিম্বা দুইটী বা ততোধিক ব্রহ্মাণ্ড মিলিত একটী জীব বা একটী ব্রহ্মাণ্ডে, উহাদিগের উপর আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আছেন। ইঁহাদিগের তিন জনের আকার ঐকই প্রকার, দেহের আকৃতি যে প্রকার, ইঁহাদিগের আকৃতিও সেই প্রকার।

অসীম পরব্রহ্মমূর্ত্তি "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া আকাশরূপে প্রত্যেক জীব দেহের ভিতর এবং বাহিরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। দেহের সম্মুখে ও পশ্চাতে

ওঁ নমো নমঃ ওঁ কর্ম্ম দেব দেবী ওঁ নমো নমঃ ওঁ আছেন। এক সঙ্গে সকলেই থাকেন, ইহারাই দেহের অধিপতি। ইহাদিগের সন্তুষ্ট রাখিতে হইলে নিজের দেহের পূজা নিজে করিতে হইবে।

আর মায়ার উন্মুক্ত মনুষ্যাকার ‘ "গুরুকে" এবং তাঁহার শ্রীপাদ পদ্মের নিম্নে "আমিকে" দেখিবার ও "গুরুর" কথা শুনিবার আবশ্যক হইলে। সর্ব্বত্রের সকল বস্তুতে পরমেশ্বর বোধে অদ্বৈত জ্ঞান জন্মাইবার পর। আন্তরিক যত্ন, অধ্যবসায় এবং পরম আশক্তির সহিত নির্লোভ সংযম শিক্ষা করিয়া, অসীম পরব্রহ্মমূর্ত্তি "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" যিনি প্রত্যেক জীব দেহের ভিতর এবং বাহিরে মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া আকাশ-রূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন।

সেই অসীম পরব্রহ্মমূর্ত্তি "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে" নিজের প্রতিমূর্ত্তি বা অন্যের প্রতিমূর্ত্তি কিম্বা যে কোন দ্রব্য হউক না কেন, সীমাবিশিষ্ট প্রতিমূর্ত্তির ছাঁচে চক্ষুর দ্বারা রূপান্তর করিতে হইবে। ফটো তোলার মতন, তবে কিছু বিশেষত্ব আছে।

স্ত্রীলোকের উচিৎ স্বামী কিম্বা স্বামীর প্রতিমূর্ত্তির ছাঁচে অসীম পরব্রহ্মমূর্ত্তি "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে" রূপান্তর করা, নচেৎ অন্য পুরুষ মনুষ্যকে "গুরু" করিলে, যখন মনুষ্য "গুরুকে' "পরমেশ্বর" জ্ঞানে পূজা করিতে করিতে আবাহন করিবেন।

"ভকত-বৎসল হরি! লহ নিমন্ত্রণ,
বারেক আতিথ্য মোর কর হে গ্রহণ;
ধোয়াব চরণ তব প্রেমাশ্রু ধারায়,

এই নিবেদন হরি! তোমার চরণে,
বারেক অতিথি হও আমার ভবনে;
হৃদয়-কমল-রূপ কোমল শয্যায়,
এস এস প্রাণনাথ! শোয়াব তোমায়;
চিরকাল শয়ন করহ আসি তায়;
হরি হে তোমায় কভু না দিব বিদায় ॥২॥
মরি মরি কিবা রূপ ভুবন মোহন!
কে দেব! সম্মুখে আসি দিলে দরশন?
ক্ষণেক সম্মুখে মোর কর অবস্থান,
প্রাণ ভরি ও মাধুরী করি আমি পান।৩।
ছায়া ছায়া হেন যেন চকিতের প্রায়
দরশন দিয়া হরি! লুকালে কোথায়?
পূর্ণরূপে পূর্ণব্রহ্ম, হও হে উদয়,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ওহে দয়াময় ॥৪॥
এ আত্মা তোমার পদে করিনু অর্পণ,
তোমারি এ ধন তুমি করহে গ্রহণ,
কৃষ্ণ হে! তোমারি ধন দিনু তব পায়,
কি আছে আমার, আমি দিব হে তোমায়? ॥৫॥
হৃদয় আসনে মোর করি অধিষ্ঠান,
ভক্তের পূজায় প্রীত হও ভগবান,
তুমি যদি হও প্রীত ওহে হৃষীকেশ!
ঘুচে যায় সমুদায় সংসারের ক্লেশ ॥৬॥"

এই প্রকার বলিতে বলিতে গুরুকে লইয়া উন্মত্ত হইবার সময় ব্যভিচার দোষ ঘটিবে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন কি করা কর্ত্তব্য।

আরো দেখুন; স্ত্রী, অন্য পুরুষ মনুষ্যকে "গুরু" করিলে, স্বামী অধিকার চ্যুত হন। "মনুষ্য গুরু" চক্ষু বাঁধিয়া, দরোজা অবরোধ করিয়া, কানে মন্ত্র দিয়া, বুঝাইয়া দেন, বীজ মন্ত্র, ইষ্টদেব, দেবী, আর গুরু এক, অতএব ইহাদিগের মধ্যে আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, "পরমেশ্বর" জ্ঞানে আমার উপাসনা করিবে। তাহা হইলে তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুরবর্গ ফল পাইবে। অদ্য হইতে তোমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এবং তোমার শরীরের উপর আমার অধিকার জানিবে। অন্য কাহার নহে, এই কথা কাহাকেও বলিও না। ভাবিয়া দেখুন, অদ্য হইতে আইন অনুসারে, স্বামী অধিকার চ্যুত হইলেন কি না? কেবল মাত্র খোরাক পোষাক দিবার জন্য, বাধ্য-বাধকতা রহিল। মন সর্ব্বক্ষণ "পরমেশ্বরকে" ভজিতে লাগিল। অম্ল-রস, আস্বাদনে, কিছু আর ভাল লাগে না।

অতএব স্ত্রী, কেবল মাত্র স্বামীকে "গুরু" করিবেন। উপ করিবেন না। একটাই ভাল, যদিও গুরু শাস্ত্রে কদাকার অঙ্গ-হীন "গুরু" করিতে নিষেধ আছে।

স্বামী এবং স্বামীর প্রতিমূর্ত্তিকে, অসীম "পরমেশ্বর" "গুরু মহেশ্বর" জ্ঞানে, অহোরাত্র সর্ব্বপ্রকারে, অদ্বৈত জ্ঞানে আবাহন আরাধনা ও ভজনা করিলে কোন দোষ ঘটে না। সহজে

মূর্ত্তির ছাঁচে রূপান্তর হইয়া দেখা দেন। অর্থব্যয় করিয়া দৌড়া দৌড়ি করিতে হয় না। সংসারে বিশৃঙ্খল ঘটে না, সংসার সুখের হয়। সকল বিষয় ভাল লাগে ও মঙ্গল হয়। আর স্বামী স্ত্রীকে কিম্বা স্ত্রীর প্রতিমুর্ত্তিকে অসীম "পরমেশ্বর পরমেশ্বরী" "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" জ্ঞানে, অহোরাত্র সর্ব্বপ্রকারে অদ্বৈত জ্ঞানে আবাহন আরাধনা ও ভজনা করিলে, কোন দোষ ঘটে না। সহজে আকাশরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" স্ত্রীর মূর্ত্তির ছাঁচে রূপান্তর হইয়া দেখা দেন।

আর যিনি দয়া করিয়া, আমাকে তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়া, জরাগ্রস্ত হইয়া কদাকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। যাঁহার শরীর "আমি এবং মন" বাসনা, ইন্দ্রিয় সকল, বেশভূষণাদি লইয়া আমি নিজের মনে করিয়া সখ্ মিটাইতেছি এবং সকল কর্ম্ম আমি করিতেছি বলিয়া গর্ব্বিত হইতেছি। তিনিই আমাদিগের পরম পূজনীয় পরমারাধ্য পরমগুরু পিতা-মাতা অঙ্গহীন কদাকার হইলেও বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় অসীম "পরমেশ্বর পরমেশ্বরী" "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" জ্ঞানে মনে মনে তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে বলিয়া যাইলে বিপদে পড়িবে না, এবং সকল কর্ম্মে তাঁহাকে স্মরণ করিলে অমঙ্গল ঘটিবে না। যদি তাঁহার মায়ার আবরণ উন্মুক্ত পরব্রহ্মমূর্ত্তি দেখিতে চাহ, তবে তাঁহার "আমি এবং মনকে" একত্রিত করিয়া, তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মে ফিরায়ে দাও। তাহা হইলে তাঁহার পরব্রহ্মমূর্ত্তি

আমার "গুরু" প্রস্তরের শিব-লিঙ্গ, অঙ্গহীন, মস্তকখণ্ড বিখণ্ডিত। এই গুরুকে আমি বলিয়াছিলাম, ব্রাহ্মণমূর্ত্তিতে তোমাকে দেখিতে চাহি না। তুমি আমাকে কায়স্থ করিয়াছ তোমাকে আমি কায়স্থ মূর্ত্তিতে দেখিতে চাহি। এই গুরুর কি অসীম দয়া, তিনি কায়স্থ মূর্ত্তিতে আমাকে দেখা দিয়াছিলেন।

ডু, এও, করণে বা কবিরাজী, ডাক্তারী, এটর্ণি, ইঞ্জিনীয়ারীং এমন কি ভাত রন্ধন করিতে, আন্তরিক যত্ন অধ্যবসায় ও পরমাশক্তি না থাকিলে ; কেহই কার্য্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে না, আর পরস্পরের কার্য্যের বিষয় পরস্পরে কিছুই জানে না। উদরের চিন্তায় সময় অতিবাহিত হইলে, পরমেশ্বরের বিষয় কি প্রকারে জানিবে ? অন্য বিষয়ে মনঃ-সংযোগ থাকিলে, পরমেশ্বরের তত্ত্ব পরিজ্ঞান হইতে পারে না।

পরমেশ্বরকে দেখা বা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা করা আবশ্যক মনে না করায়, তাঁহার চর্চ্চা আন্তরিক হয় না। পরমেশ্বরকে দেখিবার ইচ্ছাটীকে অনুরাগে পরিণত করিয়া, "গুরু মহেশ্বরে" মনোযোগ দিলেই, তিনি সমুদয় কার্য্য করিয়া দেন। কোন বিষয়ের জন্য ভাবিতে হয় না। পথে বাবা ও গণেশদাদা ভিন্ন কাহারও সাহায্য পাওয়া যায় না।

সকল বস্তুই অসীম "পরমেশ্বর পরমেশ্বরী"। অসীম "পর-মেশ্বর পরমেশ্বরী" ভিন্ন কিছু নাই আর এবং সকল কার্য্য অসীম "পরমেশ্বর পরমেশ্বরী" করিতেছেন। এই প্রকার অহোরাত্র চিন্তা করিয়া ধারণায় পরিণত করিলে, আমার কাহার বিপক্ষে

সকলে মিলিত একটী এবং তাহার ভিতরে "আমি"। আর "আমি" ত কিছুই নই, সকলের ছোট, কারণ সকলেই "পরমেশ্বর পরমেশ্বরী", এইজন্য সকলকে আমি প্রণাম করিতে পারি। কিন্তু আমি কাহার প্রণাম গ্রহণ করিতে পারি না। কাজে কাজেই "গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরীকে" বাধ্য হইয়া কঠোর কার্য্যগুলি সমাধা করিতে হইবে।

বাল্যকালে সারা ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তাকে দেখিয়া, পরে অন্য কর্ম্ম করিব। এই বিষয়টী ধারণায় পরিণত করিয়া "পরমেশ্বরের" অনুসন্ধানে রত থাকিলে, আঠার বৎসরের মধ্যে "গুরুমহেশ্বরের" কৃপায়, অসীম পরমেশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়।

গুরুগৃহে কিম্বা স্থানান্তরে স্পৃহাশূণ্য নির্লোভ সংযম শিক্ষা করিয়া, একটী বিন্দুর একদিকে বাক্যের দ্বারা মিলিত "মন" এবং অন্য দিকে "আমি" সর্ব্বত্র পরমেশ্বর বোধে একত্ব জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া, তাহাতে তন্ময় হইলেই "মন" মায়ার আবরণ ফুঁড়িয়া "আমির" সহিত মিলিত হইবা মাত্র, মায়ার আবরণে আবৃত অসীম পরমেশ্বরকে দেখিয়া, "পরমেশ্বর" ভিন্ন কিছু নাই আর, এই জ্ঞান হয়।

শিষ্য পরমেশ্বর বিষয় জ্ঞান লাভ করিয়া এবং পরিব্রাজক উপাধি লইয়া, গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময়, গুরুগৃহে গুরুকে পূজা করিয়া, গৃহে, আসিয়া বিবাহ করিবার পর, গুরুর প্রতিমূর্ত্তিকে পূজা করিতে আরম্ভ করিবেন। মনুষ্য গুরুর শরীরকে প্রত্যহ পূজা করিলে অবাঞ্ছিত দোষ ঘটে। অতএব মনুষ্য গুরুর

পূজা করিবার সময় "গুরুর" প্রতিমূর্ত্তিকে অহোরাত্র এই প্রকার বলিতে হইবে। আমি ত কিছু নই, সকলই আপনি। আপনি ভিন্ন কিছু নাই আর। এই শরীর আপনার, এই বাড়ী আপনার, এই জমি আপনার; এই তৈজসপত্রাদি আপনার, এই স্ত্রী আপনার। যদি পুত্র. কন্যা জন্মাইবার পর পূজা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে এই পুত্র আপনার, এই কন্যা আপনার, আমি যে আপনারি, আপনা হইতে সম্ভূত, আপনারি আমি, আপনারি অধীন, আপনারি, হৃদয়ে থাকি। মায়ার দ্বারা পৃথক্ পৃথকরূপে আবৃত "চিত্ত" এবং "আমির" বিদ্যমানতা নাই, আপনি দয়া করিয়া, আমির বিদ্যমানতা রাখিয়াছেন। সেই কারণে আমির বিদ্যমানতা আছে, আপনাকে প্রণাম করি। অহোরাত্র এই প্রকার বারম্বার গুরুর প্রতিমূর্ত্তিকে বলিয়া সর্ব্বস্ব দান করিতে হইবে। আর গুরুর প্রতিমূর্ত্তিতে "গুরুমহেশ্বরের" গুণগুলি আরোপ করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনোযোগের সহিত দেখিয়া, সুখ্যাতি করিতে করিতে গুরুর প্রতিমূর্ত্তি মুখস্থ করিবেন।

গুরুর প্রতিমূর্ত্তি মুখস্থ হইলে, প্রথমে "গুরু" এবং যিনি পূজা করিবেন, তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ কারণ শরীর তাঁহার মস্তকের উপর দেখিতে পাইবেন, পরে এই সীমা বিশিষ্ট "গুরু" শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, শরীরকে সুগোল করিবেন এবং বলিবেন "আমিই সেই" এরে বলে "সোঽহং"।

অতি প্রাচীনকালে, স্বামী নিজের শরীরের ভিতর, অসীম এবং এই সীমা বিশিষ্ট "গুরুকে" আবাহন করিয়া আনিয়া

গুরুবাক্য শুনিয়া, "স্বামী" এবং "গুরু" একত্রে অদ্বৈত হইয়া, স্ত্রীর সহিত প্রথম সহবাস করিতেন। ইহাকে বলে "গুরুকে" সর্ব্বস্ব দান। ইহাতে মনুষ্য "গুরুকে" সর্ব্বস্ব দান করা বুঝায় না। "আমি" স্বয়ং তখন "গুরু" হইয়া যাইলেন। আমার দ্রব্য আমাকেই দান করা হইল।

আমি প্রথমে অসীম "গুরুকে" এবং এই প্রকারে সীমা বিশিষ্ট "গুরুর" প্রতিমূর্ত্তিকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলাম। মনুষ্য শরীরকে আমি বিশ্বাস করি না, এমন কি আমি আমার "মনকে" বিশ্বাস করি না। কারণ অহিংসা, সত্য, অশৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ ইত্যাদি এই গুলিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, মনকে আয়ত্তে আনিবার পর, যখন অণিমাদি ঐশ্বর্য্য শক্তি আমাকে আশ্রয় করিয়াছিল, তখন "মন" অণিমাদি ঐশ্বর্য্য শক্তি দেখিয়া ক্রমান্বয় উত্তেজিত হইতে লাগিল, তখন "মনকে" আয়ত্তে রাখা অসম্ভব হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে, বক্ষঃস্থলের মধ্যে এই "গুরুকে" মায়ার আবরণ উন্মুক্ত মনুষ্যাকার মূর্ত্তিতে এবং "আমিকে" তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিম্নে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে পরব্রহ্ম মূর্ত্তি "গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী" পরমাত্মা পরব্রহ্মকে দেখিয়া অদ্বৈত জ্ঞান দৃঢ় হয়।

শাস্ত্রকারেরা প্রথমেই নমঃ অপবিত্রঃ বলিয়াছেন, বলিবার কারণ, অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সকল বস্তুই, পরমপিতা শ্রীশ্রীপরমেশ্বর নারায়ণ, পরমেশ্বরী নারায়ণী। এখানে দ্বৈত জ্ঞান নাই, সবই অদ্বৈত। অদ্বৈত জ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য, পরমপিতা

শ্রীশ্রীপরমেশ্বর নারায়ণকে স্মরণ করিবার পূর্ব্বেই "নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোপি বা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরী-কাক্ষঃ সবাহ্য অভ্যন্তর শুচিঃ॥ বলিয়াছেন।

মায়ার আবরণে আবৃত বা মায়ার আবরণ উন্মুক্ত, সীমা-বিশিষ্ট বা অসীম। মনুষ্যাকার বা পরব্রহ্ম মূর্ত্তি। "গুরু" ও "গুরুমহেশ্বর" এবং "গুরু পরমাত্মা পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, আমার তাঁহাকে প্রণাম করিবার শক্তি থাকে না বা তাঁহাকে প্রণাম করিতে সময় পাই না কিম্বা প্রণাম করিতে ভুলিয়া যাই, কোন্‌টী ঠিক তাহা জানি না।

যিনি অসীম এবং তাঁহারই ঐশ্বর্য্য শক্তি বা মায়া কিম্বা প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বরী নারায়ণীর আবরণে আবৃত হইয়া আকাশরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। তিনিই স্পৃহাশূন্য পর-ব্রহ্মরূপে মিলিত "মন এবং আমি বা "আত্মা" কিম্বা "চৈতন্য" অথবা "পরমাত্মা পরব্রহ্ম"। তিনিই "পুরুষ" "পরমেশ্বর" "গুরু মহেশ্বর" "নারায়ণ" "হরি"।

ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর তিনিই মায়ার দ্বারা পৃথক পৃথকরূপে আবৃত স্পৃহাযুক্ত জীবদেহ, মনুষ্যশরীর, বাড়ী, প্রস্তর, বৃক্ষ, বায়ু, জলাশয়, আকাশ, তেজ, গন্ধ, শব্দ, বাক্য, অণু, পরমাণু, কাগজ, বস্ত্র মৃত্তিকা ইত্যাদি রূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। এই সকলেরই মায়ার দ্বারা পৃথক্ পৃথকরূপে আবৃত "আমি এবং চিত্ত আছে।

আর যাহা স্মরণ করিবা মাত্র স্মৃতিপথে উদয় হয়, তাহাই মায়ার আবরণে আবৃত পরমপিতা "পরমেশ্বর গুরু মহেশ্বর"

তিনি নিত্য, অনাদি, অসীম, অনন্ত, অচিন্ত। তিনি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। সকল কালে তাঁহার অস্তিত্ব আছে। ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সংসারী আত্মা ও মুক্তাত্মা হইতে তিনি পৃথক, তাঁহার কোন স্পৃহা নাই। আমরা তাঁহাতে মনোযোগ দিলে, তবে তাঁহার স্পৃহা হয়।

সারা ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে, "পরমাত্মা পরব্রহ্ম" মায়ার আবরণ উন্মুক্ত হইয়া. বিমল পরম চৈতন্যে, বিমল নীরস পরমানন্দে, বিভোর হইয়া, কুশ বা কেশিয়া ফুলে সূর্য্যকিরণ পড়িলে যে প্রকার দেখায়, তাহা অপেক্ষা ভাল মায়ার আবরণ উন্মুক্ত সাদা বর্ণে, মেঘের আকৃতিতে, সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। তিনি আমাদিগের পরমপিতা "গুরু পরমাত্মা পরব্রহ্ম" বা যাহাই বলুন।

তিনি আমাদিগকে কত ভাল বাসেন। ভাল না বাসিলে, তাঁহার অচিন্ত বশতঃ স্পৃহাশূন্য "আমি" বা "চৈতন্য" কি আমাদিগের নিকট সদা সর্ব্বদা রাখিতে পারিতেন। তাঁহার "মন" না থাকায়, কোন স্পৃহা নাই। আমরা তাঁহার "মন" লইয়া, আমাদিগের সখ মিটাইতেছি কিন্তু আমাদিগের কোন কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদিগের মনোযোগই তাঁহার স্পৃহা। আমরা যখনই কোন বিষয় মনোযোগ দিই বা বিপদে পড়িয়া অজানিত ভাবে তাঁহাতে মনোযোগ দিই, তখনই তিনি অজাচিত ভাবে সকল কর্ম্ম করিয়া দেন, ও বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন এবং বিপত্তি সকল বিদূরিত করেন। আমরা তাঁহার

অসীম দয়ার বিষয় কিছুই জানি না। সেই কারণে তাঁহাকে বিশ্বাস করি না ও তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারি না। সেই জন্যই আমাদিগের এত দুর্দ্দশা।

যিনি এইরূপে "পরমাত্মা পরব্রহ্মকে" জানেন তাঁহাকেই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে।

ওঁ নমস্তে শরণ্যে "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" সানুকম্পে, সঁপেছি প্রাণ মন আপনারি শ্রীপাদপদ্মে। আপনি আমার একমাত্র ভরসা। এই মিনতি আপনার শ্রীপাদপদ্মে। আপনার প্রতি যেন আমাদিগের অন্তঃকরণে একান্ত দৃঢ় অনুরাগ বা অচলা ভক্তি থাকে। আপনার প্রতি যেন আমাদিগের সম্পূর্ণ নির্ভরতা থাকে। আপনার প্রতি যেন আমাদিগের অচলা প্রীতি থাকে। কখনও যেন আমাদিগের অন্তঃকরণ হইতে সেই প্রীতি অপসৃত না হয়। আমরা যদি ভুলি আপনাকে, আপনি কিন্তু ভুলিবেন না কখন আমাদিগকে। আপনাকে আমরা কায়িক, বাচিক মানসিক সকল কর্ম্ম, সকল বস্তু, সকল ব্যাপার, সকল সময়, সকল অবস্থায়, যেন অর্পণ করিতে পারি, আপনাকে প্রণাম করি।

"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী আপনার শ্রীপাদপদ্ম, মনে মনে আমাদিগের হৃদয়কমলে, ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, যত্ন অধ্যবসায় এবং পরম আশক্তির সহিত সর্ব্বক্ষণ রাখিয়া। আপনার শরণাগত হইয়া, সাষ্টাঙ্গ লুটায়ে, আপনার শ্রীপাদপদ্ম, সুরস পরমানন্দের সহিত, প্রেমাশ্রু দিয়া ধোয়াইয়া, আমার সর্ব্বস্ব দিয়া

পূজা করিতে পারি। গললগ্নীকৃতবাসে করজোড়ে মিনতির সহিত এই নিবেদন আপনার শ্রীপাদপদ্মে, আপনাকে প্রণাম করি।

"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" আপনি অসীম, পরম চৈতন্যময় পরম চৈতন্যময়ী, পরম আনন্দময় পরম আনন্দময়ী, পরম শক্তিময় পরম শক্তিময়ী, পরম শান্তিময় পরম শান্তিময়ী, পরম জ্ঞানময় পরম জ্ঞানময়ী, পরম প্রেমময় পরম প্রেমময়ী। আপনি ওঁঙ্কার স্বরূপ, আপনি সর্ব্ব সমৃদ্ধিমান, আপনার উপাসনাতেই সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি লাভ হয়। যে ব্যক্তি যে কামনায় আপনার উপাসনা করে। আপনি তাহার সেই কামনা পরিপূরণ করেন। আপনাকে প্রণাম করি।

"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" আপনি পরম চৈতন্যরূপে, পরম আনন্দরূপে, পরম শক্তিরূপে, পরম জ্ঞানরূপে, পরম প্রেমরূপে, সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। আপনাকে প্রণাম করি।

"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" আপনি ক্ষিতিরূপে, জলরূপে, তেজরূপে, বায়ুরূপে, আকাশরূপে, শব্দরূপে, বাক্যরূপে এবং সর্ব্বপ্রকার সামগ্রীরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। আপনাকে প্রণাম করি।

"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" আপনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকায়, আপনাকে ধরা শক্ত নহে। কারণ দ্বৈতজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া, আমি আছি কিন্তু আমার অস্তিত্ব নাই। সবই অদ্বৈত, আপনি এই প্রকারে আপনাকে ধরা যায়। আপনাকে প্রণাম করি।

আরও "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" আপনার ভক্তগণ যখন ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আপনার উপাসনা করিতে করিতে হাঁসে, কাঁদে, নাচে তখন তাহাদিগের দ্বৈতজ্ঞান বা জাগতিয় বিষয়জ্ঞান থাকে না। মন তখন আপনাতে মিলিত হয়। সেই সময়ের জন্য সেই শরীর আপনারই হয়। সেই তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম পূর্ণ একাগ্রতার সময়, ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে যত্ন অধ্যবসায় ও পরম আশক্তির সহিত আপনার শরণাগত হইয়া, আপনারি পদ-প্রান্তে এবং আপনারি পদদ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অণু পরমাণুতে মনে মনে সাষ্টাঙ্গ লুটায়ে মনের তৃপ্তি সাধন করিব। "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" এই প্রকার করিতে করিতে আপনার শ্রীপাদপদ্মে মতি হইবে। আপনাকে প্রণাম করি।

আরো "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" যাহারা তীক্ষ্ণ, পূর্ণ একাগ্র-তার সহিত, অভাবনীয় অসাধ্য কঠিন সূক্ষ্ম কর্ম্ম উদ্ধার করিবার জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া মননিবেশ করেন। তখন তাহাদিগের দ্বৈতজ্ঞান বা জাগতিয় বিষয়জ্ঞান থাকে না। মন তখন আপনাতে মিলিত হয়। সেই সময়ের জন্য সেই শরীর আপ-নারই হয়। আপনি স্বয়ং সেই অভাবনীয় অসাধ্য কঠিন সূক্ষ্ম কর্ম্ম উদ্ধার করিয়া দেন কিন্তু তাহারা তাহা বুঝিতে পারেন না। কেমন করিয়া সেই কার্য্য সম্পন্ন হইল। সেই তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, পূর্ণ একাগ্রতার সময়, ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, যত্ন অধ্যবসায় ও পরম আশক্তির সহিত, আপনার শরণাগত হইয়া, আপনারি পদপ্রান্তে মনে মনে সাষ্টাঙ্গ লুটায়ে মনের তৃপ্তি সাধন

করিতে আপনার শ্রীপাদপদ্মে মতি হইবে। আপনাকে প্রণাম করি।

আরও "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" যখন কোন জীব প্রাণের উল্লাসে গান গায়, আপনা আপনি হাঁসে কাঁদে নাচে তখন তাহাদিগের দ্বৈতজ্ঞান বা জাগতিয় বিষয়-জ্ঞান থাকে না। মন তখন আপনাতে মিলিত হয়। সেই সময়ের জন্য সেই শরীর আপনারই হয়। সেই তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, পূর্ণ একাগ্রতার সময় ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, যত্ন অধ্যবসায় ও পরম আশক্তির সহিত, আপনার শরণাগত হইয়া, আপনারি পদপ্রান্তে এবং আপনারি পদদ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অণু পরমাণুতে, মনে মনে সাষ্টাঙ্গ লুটায়ে, মনের তৃপ্তি সাধন করিব। "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" এই প্রকার করিতে করিতে আপনার শ্রীপাদপদ্মে মতি হইবে। আপনাকে প্রণাম করি।

"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" যদিও আপনি অযাচিতভাবে সকল কর্ম্ম করিতেছেন। তথাপি আমাদিগের কর্ত্তব্য আপনার আরাধনা করা। এই প্রকার আরাধনা করায়, যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন। আপনাকে প্রণাম করি।

আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে বার বার প্রণাম করি। আপনাকে সদা সর্ব্বদা প্রণাম করি। আপনাকে সম্মুখে প্রণাম করি। আপনাকে পশ্চাতে প্রণাম করি। আপনাকে বাম দিকে প্রণাম করি। আপনাকে দক্ষিণ দিকে প্রণাম করি। আপনাকে উর্দ্ধ দিকে প্রণাম করি। আপনাকে অধো দিকে প্রণাম করি। আপনি আকাশরূপে প্রত্যেক জীব-

দেহের ভিতর এবং বাহিরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। জানিয়া, নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে সর্ব্বদা আপনাকে প্রণাম করি।

প্রথম সোপান—ক্রিয়াযোগ।

তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই তিন প্রকার অনুষ্ঠানের নাম ক্রিয়াযোগ।

তপস্যা—অসীম পরমেশ্বর পরমেশ্বরী বোধে "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" নারায়ণ নারায়ণী হরি, কর্ম্মদেবদেবী এবং গণেশ দাদাকে অদ্বৈত-জ্ঞানে সদা সর্ব্বদা ধ্যান ও প্রণাম করা। ধ্যান ও প্রণাম পাঠ করাই তপস্যা।

স্বাধ্যায়—নিজেকে এবং যে দ্রব্যটীকে পূজা করিবেন ও যাহা দিয়া পূজা করিবেন আর যে প্রণব বা অসীম পরমেশ্বর-বাচক শব্দ বা বাক্যটী দিয়া পূজা করিবেন, সকলকেই সদা সর্ব্বদা অসীম পরম-চৈতন্যময় পরম-চৈতন্যময়ী, পরম-আনন্দময় পরম-আনন্দময়ী শ্রীশ্রীপরমেশ্বর পরমেশ্বরী "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" নারায়ণ নারায়ণী হরি জ্ঞান করিয়া। তাঁহার ক্ষয় বা পরিবর্ত্তন নাই, তাঁহার চেতনা আছে মনে করাই স্বাধ্যায়।

ঈশ্বর প্রণিধান—মুক্ত পদ্মাসনে বসিয়া, ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে, যত্ন অধ্যবসায় ও পরম আশক্তির সহিত, অসীম পরম-চৈতন্যময় পরম-চৈতন্যময়ী, পরম-আনন্দময় পরম-আনন্দময়ী শ্রীশ্রীপরমেশ্বর পরমেশ্বরী "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" নারায়ণ নারায়ণী হরি জ্ঞানে, কালের দ্বারা মন বিচ্ছিন্ন না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ শ্রীপাদপদ্মের বৃদ্ধ অঙ্গুলির নখের একটী

নিজের গালে চড় দিবেন কাণ, নাক, মুলিবেন, উরুতে ঘুসি ও চিমটী কাটিবেন, এই প্রকার কিছু দিন করিলেই আপনার মন সেই বিন্দু হইতে অন্য দিকে আর যাইবে না। ইহাই ঈশ্বর প্রণিধান।

এই সময় "তুমি কি চাহ" এই আকাশবাণী বারম্বার শুনিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার অলৌকিক বিষয় কেবল দেখিয়া বা শুনিয়া যাইবেন। তাহা লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিবেন না।

মৌন হইয়া, একটী বিন্দুতে অসীম পরমেশ্বর বোধে, মনোযোগ দিয়া, নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে মুখে বা মনে মনে বারম্বার প্রণব বা অসীম পরমেশ্বরবাচক শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করিয়া কর্ণে কেবল শুনিলে। অদ্বৈত জ্ঞানে, অসীমের আরাধনা করা হয়। এই সময়, এই ভুবনকোষের সমষ্টিকে একটী দেখায়। দ্বৈতজ্ঞান না থাকায়, আমিকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

সীমা বিশিষ্টকে, অদ্বৈত জ্ঞানে, অসীম পরমেশ্বর বোধে, পূজা করিলেও, সীমা বিশিষ্ট দেবদেবীর পূজা করা হয়। এই দেবদেবীই "গুরু"। এই মনুষ্যাকার "গুরু" "আমিকে" দেখাইয়া দেন। দ্বৈত জ্ঞান থাকায়, আমিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃত্যু যেন অদ্য এই ক্ষণ, কেশ ধরিয়াছে। এইরূপ নিশ্চিত জানিয়া এবং অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়া, মৃত্যুকালের সম্বল, "নারায়ণ হরি" বা "নারায়ণ" কিম্বা "হরি" অথবা

যাহাই বলুন। পরমেশ্বরবাচক একটী শব্দ বা বাক্য, নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে, অহোরাত্র বারম্বার উচ্চারণ করিয়া, কর্ণে কেবল সেই শব্দ বা বাক্য কালের দ্বারা মন বিচ্ছিন্ন না করিয়া, শুনিবেন। প্রথমে এইটী অভ্যাস হইলে পর—

একটী ছোট ঘরের ভিতর, তক্তাপোষের উপর, শক্ত বিছানা আবশ্যক। যেমন তক্তাপোষের উপর মাদুর বিছায়ে, তাহার উপর সতরাঞ্চি, সতরাঞ্চির উপর চাদর বিছাইবেন ও তাহার উপর একটী বালিস রাখিয়া, মশারি ফেলিয়া রাখিবেন, এবং আবশ্যকীয় দ্রব্য, পূর্ব্ব হইতে যোগাড় করিয়া রাখিতে হইবে। আবশ্যকীয় দ্রব্য যেমন এক বাল্‌তী জল ও একটী ঘটী, তক্তাপোষের নিম্নে রাখিবেন। প্রদীপ পিলসুজ পলিতা এক বোতল রেড়ি তৈল, দেশলাই, পুস্তক, ছবি, একটী শ্লেট ও পেন্সিল। কারণ ছয় মাসের জন্য এই ঘরের ভিতর থাকিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি প্রত্যহ ঘরের ভিতর রাখিয়া যাইবে। তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যেন চাহিতে না হয়।

সাত্ত্বিক, শুচি ভোজন, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা। এই গুলিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে, কিন্তু স্পৃহাশূন্য শুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্ত নির্লোভ সংযমের হিসাব রাখিতে রাখিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে। এই গুলিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, তখন তাহার কোন স্পৃহা থাকে না। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য আর তাহাকে প্রলোভিত করিতে পারে না।

প্রত্যেক বারে একটী করিয়া দাঁড়ি দিয়া ইহার হিসাব রাখিতে হইবে। হিংসা, অসত্য, চৌর্য্য ইত্যাদি এই গুলির সংখ্যা কমের ভাগ।

উপরোক্ত গুলির হিসাব এই প্রকারে ইহার ভিতর দাঁড়িতে রাখিতে হইবে।

তারিখ	অহিংসা	সত্য	অচৌর্য্য	ব্রহ্মচর্য্য	অপরিগ্রহ

জপ করিতে করিতে এবং নির্লোভ সংযমের হিসাব রাখিতে রাখিতে, মশারীর ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে। কারণ স্থির হইয়া বসিয়া, পরব্রহ্মের "আমি" যিনি তাঁহার ঐশ্বর্য্য শক্তি বা মায়া কিম্বা পরমেশ্বরী অথবা প্রকৃতির আবরণে আবৃত হইয়া, শরীরের ভিতর হইতে শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করিতে-ছেন। তাঁহাকে মন দিয়া ধরিয়া, দেখিতে হইবে।

মশারীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, আমি "গুরু মহেশ্বরকে বলিয়াছিলাম। আমি নূতন বিবাহ করিয়াছি তাহাকে পরিত্যাগ করিব না। ইহাতে আপনি সন্তুষ্ট হন বা না হন।

অসীম "পরমেশ্বর পরমেশ্বরী" "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" জ্ঞানে, শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ শ্রীপাদপদ্মের বৃদ্ধ অঙ্গুলির নখের একটী বিন্দুতে মনোযোগ দিয়া, ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, যত্ন অধ্যবসায় ও পরম আশক্তির সহিত, কালের দ্বারা মন বিচ্ছিন্ন না করিয়া, নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে মুখে অহোরাত্র বারম্বার, যে পরমেশ্বর-বাচক শব্দ বা বাক্যটী যেমন "হরি" উচ্চারণ করিয়া কর্ণে কেবল শুনিতেছেন। এক্ষণে কখন মুক্ত পদ্মাসনে কখন সিদ্ধাসনে বসিয়া, দিবা রাত্র জাগিয়া, কে শরীরের ভিতর হইতে "হরি" এই শব্দ বা বাক্যটী উচ্চারণ করিতেছেন। তাহাকে মন দিয়া ধরিয়া, দেখিতে চেষ্টা করিবেন। যখন দেখিবেন, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নখের বিন্দুটীতে, "হরি" এই মূর্ত্তিটী আট্‌কাইয়াছে, তখন বুঝিবেন শব্দে সূক্ষ্ম, পূর্ণ মনোনিবেশের দ্বারা যিনি "হরি" এই বাক্যটী উচ্চারণ করিতেছেন। মন প্রকৃতির আবরণ ফুঁড়িয়া, সেই "আমিতে" লাগিয়াছে। মন প্রকৃতির আবরণ ফুঁড়িয়া, "আমিতে" লাগিবা মাত্র, "হরি" এই শব্দ বা বাক্যটী নাভি হইতে আপনা আপনি উচ্চারিত হইতে থাকিবে। এবং সেই সময় "গুরু মহেশ্বরের" অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশক্তি বা অসীম পরমেশ্বরী আপনাকে আশ্রয় করিবে।

সেই সময় যে দিকে ফিরাইবেন আঁখি। জীব, বাড়ী, প্রস্তর, বৃক্ষ, জলাশয়, বায়ু, তেজ, আকাশ, গন্ধ, শব্দ, বাক্য, অণু, পরমাণু, কাগজ, বস্ত্র মৃত্তিকা ইত্যাদি কিছুরই নাম স্মরণ হইবে না। দ্বৈতজ্ঞান থাকিবে না। সকলকেই "তুমিও যে, আমিও সেই" সেই "পরমেশ্বর" মনে হইবে।

এই সারা ব্রহ্মাণ্ডটাই "পরমেশ্বর"। সর্ব্বত্র পরমেশ্বরকে দেখিয়া পরমেশ্বর ভিন্ন কিছুই নাই, এই জ্ঞান হইবে। কিন্তু যদি সুপ্তভাবে দ্বৈতজ্ঞান থাকে। তাহা হইলে সে অনিমাদি ঐশ্বর্য্যশক্তি বা অসীম পরমেশ্বরীর লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না। লোভ সম্বরণ করিতে না পারার কারণ। তাহার পর আর "গুরুমহেশ্বরের দর্শন পাইবেন না। আর যদি "গুরু মহেশ্বরকে" দেখিতে চান, তাহা হইলে যখন অনিমাদি ঐশ্বর্য্য-শক্তি আপনাকে আশ্রয় করিবে, তখন গললগ্নিকৃতবাসে কর-জোড়ে মিনতির সহিত "গুরুমহেশ্বরকে" বলিবেন ; 'আমির" বিদ্যমানতা নাই, আপনার ঐশ্বর্য্য আপনার থাকুক আমার আবশ্যক নাই। আমার যখন যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিবেন দয়া করিয়া তাহা দিবেন।

অদ্বৈত জ্ঞান হইলে বলিবার বা চাহিবার কিছু থাকে না। কারণ সবই "পরমেশ্বর"। এই সময় হইতে আমার প্রতি কর্ম্মদেবদেবীর বা মহাশয়দিগের ক্রমান্বয়, একটীর পর, আর একটী ভীষণ অমানুষিক অত্যাচারের সুব্যবস্থা দেখুন। কারণ, যাহাতে "গুরুমহেশ্বরে" মন যুক্ত থাকে। কালের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইতে না পারে।

ক্রিয়াযোগ ওঁ যোগাঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পর "হর" "হর" "হর' এই বাক্য বক্ষঃস্থলের ভিতর শুনিতে পাওয়া যায়। এবং স্পৃহাশূণ্য বা নির্লোভ সংযমের দ্বারা অনিমাদি ঐশ্বর্য্যশক্তিকে প্রত্যাখান করায়, স্পৃহাযুক্ত সুরস অসীম পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় সোপান যোগানুষ্ঠান।

যোগাঙ্গ কি? তাহা শুনুন। সাত্ত্বিক, শুচিভোজন, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এইগুলিকে যোগাঙ্গ বলে।

শুচি অবস্থায়, সাত্ত্বিক আহার আবশ্যক।

অহিংসা—"শ্রীশ্রীগুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী" তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন। যাহারা জীব-হিংসা করিবার ইচ্ছা ক'বার করিলেন, তাহার হিসাব রাখেন। জীবহিংসা কাহাকে বলে? জীব, বাড়ী, প্রস্তর, বৃক্ষ, জলাশয়, আকাশ, গন্ধ, শব্দ, বাক্য, অণু, পরমাণু, কাগজ, বস্ত্র, মৃত্তিকা ইত্যাদি সকলই জীব। নিষ্প্রয়োজন জীবকে নাড়াই হিংসা। যে, যে অবস্থায় আছে, তাহাকে সেই অবস্থাতে থাকিতে দিবেন। প্রতিবাদ করিবেন না। ভালমন্দ কিছুই আন্দোলন না করিয়া সর্ব্বতোভাবে উদাসীন থাকিবেন। কায়িক, বাচিক, মানসিক কোন প্রকারে জীবকে যন্ত্রণা দিতে পারিবেন না। যখন দেখিবেন আপনি যে বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, তাহার প্রাণ আছে জীবন্ত। তখন আপনি জড় ভরতের মতন হইয়া যাইবেন। নড়িতে পারিবেন না, মনে অত্যন্ত ভয় হইবে, তখন জানিবেন, আপনি অহিংসানুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তখন কোন জীবই আপনার হিংসা করিবে না। সেই সময় অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে অথচ উঠিবার শক্তি নাই। তখন দেখিবেন যে দ্রব্যটিকে আপনি আহার করিতে ভালবাসেন

যেমন আতা, দ্রব্যটী স্মরণ হইবা মাত্র আতার সুগন্ধে দিক সকল আমোদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল।

সত্য—"শ্রীশ্রীগুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী" তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভাল বাসেন, যাহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন না। মিথ্যা বাক্য বলেন না এবং অহোরাত্রের মধ্যে কয়টী মিথ্যা বাক্য বলিলেন ও মনে মনে মিথ্যা বাক্য বলিবার ইচ্ছা কয়বার করিলেন, তাহার হিসাব রাখেন ও সত্য বাক্য কহিতে চেষ্টা করেন। কায়িক, বাচিক, মানসিক কোন প্রকারের মিথ্যা বাহির না হয়, তাহার চেষ্টা করেন। মৌন হইয়া একটী বিন্দুতে মনোযোগ দিয়া, একটী শব্দ বা বাক্য মনে মনে নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে উচ্চারণ করিলে, মিথ্যা বাক্য বাহির হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয় লিখিয়া বলিবেন। এই প্রকার অভ্যাস করিতে করিতে যখন দেখিবেন মিথ্যা বাক্য দুইটী মাত্র মুখ বা মন হইতে বাহির হইতেছে। তখন জপ করিতে আরম্ভ করিবেন। যে, প্রণব বা পরমেশ্বরবাচক শব্দ বা বাক্য বলিয়া জপ করিবেন। সেইটী যখন নাভি হইতে আপনা আপনি উচ্চারিত হইবে, তখন জানিবেন আপনি সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তখন "শ্রীশ্রীগুরু মহেশ্বর" তাঁহার অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশক্তি বা পরমেশ্বরীকে আপনাকে দিবেন। তখন আপনি যাহা বলিবেন বা করিবেন তাহাই হইবে। তাঁহার অণিমাদি ঐশ্বর্য্য শক্তি বা পরমেশ্বরী আপনার সঙ্গ ছাড়িবেন না। যতক্ষণ না আপনি শক্তির অসৎ ব্যবহার করেন বা যতক্ষণ না আপনি

গললগ্নীকৃতবাসে বিনয় নম্র বচনে "শ্রীশ্রীগুরুমহেশ্বরকে" বলিবেন, আপনার ঐশ্বর্য্য আপনার থাকুক। আমার যখন যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিবেন. দয়া করিয়া তাহা দিবেন। এই কথা বলিবা মাত্র তিনি সন্তুষ্ট হইবেন ও তৎক্ষণাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশক্তি বা ক্ষমতা চলিয়া যাইবে। ইহাতে "গুরু" দর্শনের সুযোগ পাইবেন। কারণ অদ্বৈতজ্ঞান দৃঢ় রহিল, দ্বৈত জ্ঞান থাকিলে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লইতে ইচ্ছা হয়, "গুরুর" সহিত সাক্ষাৎ হয় না।

অচৌর্য্য—"শ্রীশ্রীগুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী" তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন। যাহারা সামান্য বস্তুর জন্য চুরি বদ্‌নাম কেনেন না এবং অহোরাত্রের মধ্যে কয়বার চুরি করিলেন ও মনে মনে চুরি করিবার ইচ্ছা কয়বার করিলেন, তাহার হিসাব রাখেন ও যাহারা সৎ উপায়ে সোপার্জ্জিত জিনিষ ছাড়া কাহার দ্রব্য গ্রহণ করেন না। কিম্বা পিতা মাতা অথবা যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত তিনি যেটী তাহাকে দিবেন, সেইটী কেবল তাহার নিজের মনে করিবেন। যেটী তিনি দিবেন না, সেইটী তাহার নিজের মনে করিবেন না। কায়িক, বাচিক, মানসিক কোন প্রকারে পরদ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছা পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন না। এমন কি পূজার জন্য পুষ্প, দূর্ব্বা. বিল্বপত্র, তুলসীপত্র ও উপকরণাদি মূল্য না দিয়া লইতে পারিবেন না। যদি অর্থের অনাটন থাকে, জলকে উপকরণ মনে করিয়া, জল দিয়া পূজা করিবেন বা মনে মনে নানাবিধ

গোলাপ পুষ্পে পূজা করিলে, শীঘ্র চিত্ত বশীভূত হইয়া সন্তোষ লাভ হয়, তখন বুঝিতে পারিবেন আপনি অচৌর্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

ব্রহ্মচর্য্য—"গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী" তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভাল বাসেন। যাহারা অহোরাত্রের মধ্যে কয়বার কথা কহিলেন ও পরস্ত্রী বা পরপুরুষের দিকে কু-ভাবে কয়বার দেখিলেন, ও মনে মনে পরস্ত্রী বা পরপুরুষ দেখিবার ইচ্ছা কয়বার করিলেন। তাহার হিসাব রাখেন এবং কায়িক বাচিক, মানসিক সকল প্রকারে পরস্ত্রী বা পর পুরুষের প্রতি কু-ভাবের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন ও মধ্যে মধ্যে অহোরাত্র মৌন হইয়া থাকেন। মৌন ও ব্রহ্মচর্য্য। ইহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, যে কোন প্রকারের অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম, ক্লান্ত করিতে পারে না। তখন দেখিতে পাইবেন, "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" সমুদয় কর্ম্ম করিয়া দিতেছেন। কোন বিষয়ের জন্য ভাবিতে হয় না। যখন দেখিবেন লিঙ্গের বীর্য্য পাত বন্ধ হইয়াছে। লিঙ্গ দ্বারা জল বা দুগ্ধ পান করা যায়, তখন জানিবেন আপনি ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

অপরিগ্রহ—"গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী" তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন। যাহারা দেহ রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা ভিন্ন কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না। দুরাকাঙ্ক্ষা, বিলাস এবং যাচ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া উঞ্ছন বৃত্তির দ্বারা জীবন যাপন করেন, ও অহোরাত্রের মধ্যে কয়বার এই বিষয় ব্যতিক্রম ঘটিল তাহার এবং কেহ দিতে আসিলে

কিম্বা আকাশ হইতে বারম্বার "তুমি কি চাহ" এই বাক্য প্রতিধ্বনি হইলে, যিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন ও কয়বার প্রত্যাখ্যান করিলেন, তাহার হিসাব রাখেন ও অল্পে সন্তুষ্ট হন। নির্লোভই যাহার ব্রত, এমন কি "গুরু মহেশ্বরের" অণিমাদি ঐশ্বর্য্য তাহাকে আশ্রয় করিলে যিনি তাহা "গুরু মহেশ্বরকে" প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি অপরিগ্রহ ব্রতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন জানিবেন।

নিয়ম—"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন। যাহারা অহোরাত্রের মধ্যে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান বিষয় নিয়মগুলি কয়বার ভঙ্গ হইল, তাহার হিসাব রাখেন এবং যত্ন অধ্যবসায় ও পরম আত্মশক্তির সহিত নিয়ম পালন করেন।

আসন—"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন। যাহারা অহোরাত্রের মধ্যে কয়বার মুক্ত পদ্মাসন ও সিদ্ধাসন অভ্যাস করিলেন। তাহার হিসাব রাখেন এবং সর্ব্বদা যত্ন অধ্যবসায় ও পরম আশক্তির সহিত আসন অভ্যাস করিতে চেষ্টা করেন।

শরীর না কাঁপে, না নড়ে, বেদনা প্রাপ্ত না হয়, মনের উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য না জন্মে এই প্রকার ভাবে উপবেশন করার নাম আসন। আসন সকল আয়ত্ত হইলে, দিবারাত্র জাগিয়া থাকিলে কষ্ট হইবে না। তখন বুঝিতে পারিবেন, আসনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন।

পদ্মাসন—প্রথমতঃ বাম উরুর উপর, দক্ষিণ চরণ রাখিবেন, পরে দক্ষিণ উরুর উপর বাম চরণ রাখিবেন। ইহার নাম পদ্মাসন।

সিদ্ধাসন—বাম চরণের গুল্‌ফ দ্বারা মলদ্বার পিড়ীত করতঃ দক্ষিণ চরণের গুল্‌ফ লিঙ্গের উপর রাখিয়া, হৃদয়ের উপর চিবুক রাখিবেন এবং অবক্র ও স্থির শরীর করতঃ স্থির দৃষ্টিতে দুইটী ভ্রূপ্রদেশের মধ্যভাগ অবলোকন করিবেন। ইহার নাম সিদ্ধাসন।

প্রাণায়াম—"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন। যাহারা অহোরাত্রের মধ্যে কয়বার কালের দ্বারা মন বিচ্ছিন্ন না করিয়া, নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে প্রণব বা পরমেশ্বরবাচক শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করিলেন, তাহার হিসাব রাখেন এবং যত্ন, অধ্যবসায় ও পরম আশক্তির সহিত, অভ্যাস করিতে চেষ্টা করেন। প্রণব বা পরমেশ্বরবাচক শব্দ বা বাক্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, নাভি হইতে সেই শব্দ বা বাক্য আপনা আপনি উচ্চারিত হয় এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশক্তি তাহাকে আশ্রয় করে। তখন জানিবেন প্রাণায়ামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

প্রত্যাহার—"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন। যাহারা অহোরাত্রের মধ্যে কয়বার মনকে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে টানিয়া আনিয়া, একস্থানে রাখেন এবং যত্ন অধ্যবসায় ও পরম আশক্তির সহিত, মনকে টানিয়া আনিয়া, একস্থানে

রাখিতে চেষ্টা করেন এবং তাহার হিসাব রাখেন। মনকে ফিরায়ে আনিয়া একস্থানে রাখার নাম প্রত্যাহার। প্রত্যাহারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়।

ধ্যান—"গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী" তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাঁহাদিগকে ভালবাসেন। যাহারা অহোরাত্রের মধ্যে কয়বার একটী বিষয়, কতকক্ষণ ধরিয়া স্মৃতিতে রাখিলেন তাহার হিসাব রাখেন এবং যত্ন, অধ্যবসায় ও পরম আশক্তির সহিত স্মৃতিতে রাখিতে চেষ্টা করেন।

ধারণা—"গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী" তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন। যাহারা অহোরাত্রের মধ্যে কয়বার একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয় স্মরণ করিবার চেষ্টা না করিলেও আপনা আপনি স্মৃতিতে কয়বার উদয় হইল, তাহার হিসাব রাখেন। এই ধারণায় মনোযোগ দিয়া বহু দিবস থাকিলেও তাহাকে সমাধি বলে না।

সমাধি—"গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী" তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন। যাহারা ধারণায় তন্ময় হইয়া সংসারের কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া যান। সেই সময় কোন কার্য্য করিতে যাইলে মনে অত্যন্ত ভয় হয়। একবার সমাধি বা পরব্রহ্ম দর্শন হইলে, সহজে সংসারের কার্য্যের উপযোগী জ্ঞান হয় না, এবং কথা বলিতে কষ্ট অনুভব হয়। বহু দিবস বা মাস লাগে মনকে ফিরায়ে আনিয়া সংসারের কার্য্যোপযোগী করিতে। ষটচক্র ভেদের পর সমাধি আপনা

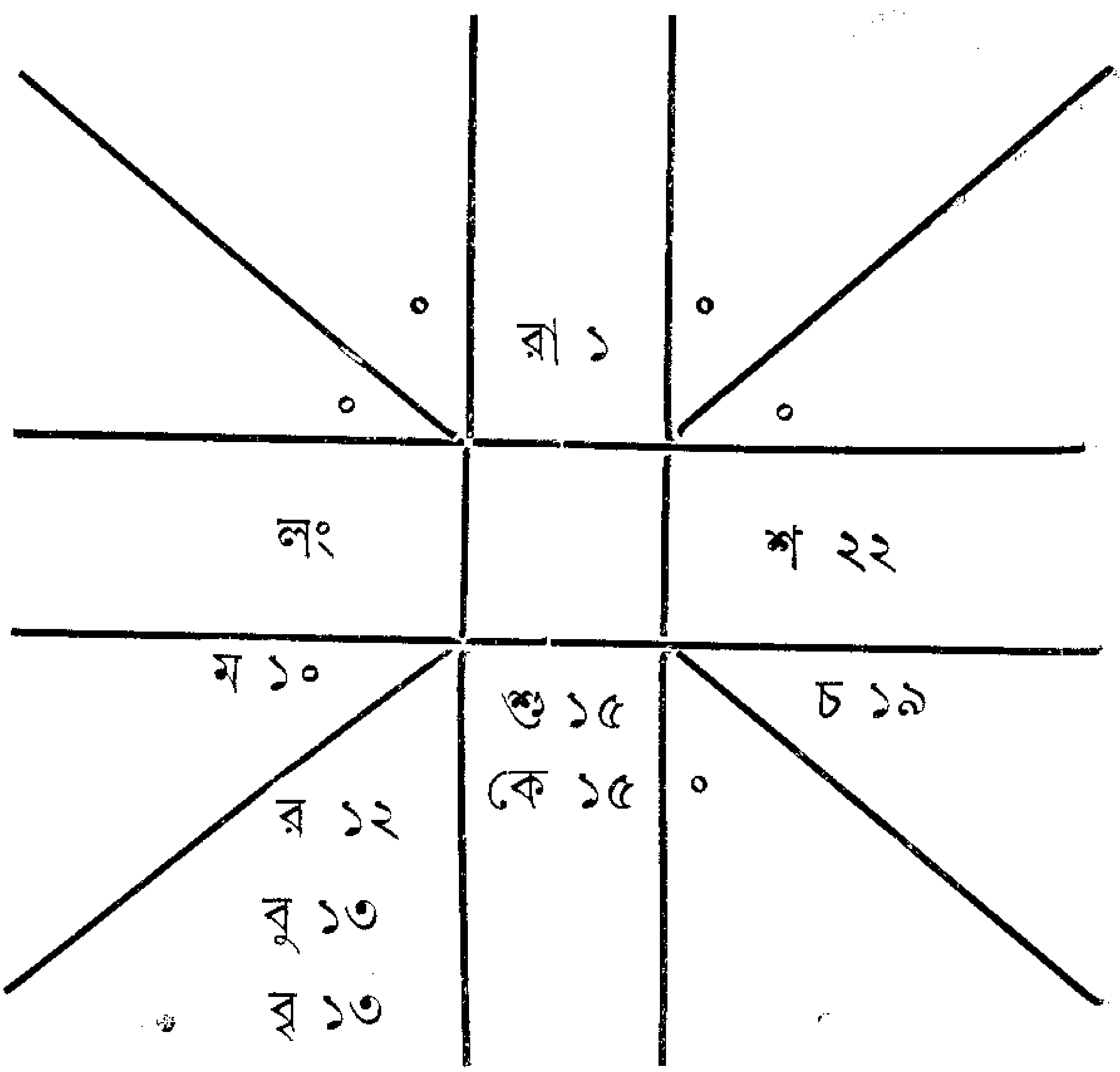
তৃতীয় সোপান—পরব্রহ্মের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, নারায়ণকে দেখিবার ইচ্ছায় অহোরাত্র পরব্রহ্মমূর্ত্তি "গুরু মহেশ্বরকে স্মরণ করিলে, "গুরুমহেশ্বর" দয়া করিয়া জীবন্মুক্ত করিয়া, হিরণ্ময় বিগ্রহ নারায়ণ হরিকে দেখাইয়া দেন।

"স্বয়ং নারায়ণ হরিই সর্ব্বদেবতা ও সকল বিদ্যার প্রভু এই নারায়ণ হরিই পরম জ্ঞেয় পদার্থ, বিশ্বাত্মা পরম আয়তন এবং মুক্ত পুরুষদিগের পরম গতি।"

"যে ব্যক্তি এই পরম গুহ্য বৃত্তান্ত আমার ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করে। আমার প্রতি তাহার পরম ভক্তি জন্মে এবং নিশ্চয় আমাকে লাভ করে"।

পিতা ৺অবিনাশচন্দ্র বসু "গুরু মহেশ্বর" সন ১২৯৮, ৩রা চৈত্র তারিখে, তাঁহার জীবদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে মিলিত হইবার সময়, বাড়ী এবং বাড়ীর সংলগ্ন ও নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রায় চৌত্রিশ বিঘা জমি এবং প্রচুর অর্থ রাখিয়া যান।

মাতা ৺নিমাই মণি বসু "মহেশ্বরী" সন ১২৮৮, ২৫শে ভাদ্র তারিখে, তাঁহার জীবদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে মিলিত হইয়াছেন।



শ্রীরমেশ চন্দ্র বসুর জন্ম-কুণ্ডলী।

৩রা আশ্বিন, সন ১২৮১, শুক্রবার, ৮ ঘটীকার সময়।

দিনমান ৩০।২৪

গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শনের

পরিশিষ্ট

—*—

প্রথম পত্রাঙ্ক।

ওঁ নমস্তে বাবা গুরুমহেশ্বর মা জননী শ্রীশ্রীদুর্গামহেশ্বরী হরিনারায়ণ আমি-আপনারই আমি, আপনার অধীন, আশ্রিত ও শরণাগত সাষ্টাঙ্গ লুটায়ে আপনার শ্রীপাদপদ্ম প্রেমাশ্রু দিয়া ধোয়াইয়া শরণাগত হইয়াছি! যা করেন আপনি।—

ওঁ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী স্বানুকল্পে আপনার উপাসনায় সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি লাভ হয়, কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকে না এবং বিপত্তি সকল বিদূরিত হয়, আপনাকে প্রণাম করি ওঁ। কারণ আপনিই ~~মা~~ আপনি ভিন্ন কিছু নাই আর।

———

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

তৃতীয় খণ্ডঃ।

—:o:)—

পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। (দেখুন)

দ্বিজজাতি ব্রাহ্মণবর্ণ বা দ্বিজোত্তমের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার ছিল না।

গৌতম ওরফে আরুণিতনয়; শ্বেতকেতু একদা পাঞ্চাল-দেশের সভায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া জীবনতনয় প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন, হে কুমার! তোমার পিতা (গৌতম) কি তোমাকে অনুশাসন করিয়াছেন? তখন শ্বেতকেতু কহিলেন, ভগবন্! আমি পিতৃ কর্ত্তৃক অনুশিষ্ট হইয়াছি, পিতা আমাকে সম্যক্ উপদেশ করিয়া সমাবর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রবাহণ কহিলেন, শ্বেতকেতো! যদি তুমি পিতার নিকট অনুশাসন প্রাপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে বল দেখি, এই লোকের পরে প্রজা সকল যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে,

তাহাকে তুমি জান কি না? শ্বেতকেতু কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আমি জানি না। পুনর্ব্বার প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্বেতকেতো! এই প্রজা-সকল পরলোকে গমন করিয়া তাহারা কিরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহা তোমার পরিজ্ঞাত আছে কি?

শ্বেতকেতু কহিলেন, ভগবন্! তাহাও আমি জানি না।

পুনর্ব্বার প্রবাহণ কহিলেন, শ্বেতকেতো! তুমি কি মার্গ-দ্বয়ের. অর্থাৎ দেবযান ও পিতৃযান এই উভয়ের ধ্যাবর্ত্তন অর্থাৎ ইতরেতরের বিয়োগস্থান জান? জ্ঞানী ও কর্ম্মী উভয়েই তুল্যমার্গে গমন করে, বিচ্ছেদ হইয়া জ্ঞানীরা দেবলোকে ও কর্ম্মীরা পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকে। ইহা তোমার জ্ঞাত আছে কি?

শ্বেতকেতু কহিলেন, ভগবন্! তাহা আমি জানি না। পুনর্ব্বার প্রবাহণ, শ্বেতকেতুকে কহিলেন, শ্বেতকেতো! পিতৃ-লোকগামী লোক সকল যাহাকে পাইয়া পুনরাবৃত্তি করে, যে কোন কারণে পূর্ণভাবে থাকিতে পারে না, তাহা তুমি জান কি?

শ্বেতকেতু কহিলেন, ভগবন্! তাহা আমি জানি না?

পুনর্ব্বার প্রবাহণ কহিলেন, শ্বেতকেতো! যে প্রকার

পঞ্চসংখ্যক আহুতিতে হোম করিলে আহুতি নির্ব্বৃত্ত হয়, অর্থাৎ আহুতদ্রব্য সকল পুরুষরূপে পরিণত হয়। তাহা তুমি জান কি?

শ্বেতকেতু কহিলেন, ভগবন্! আমি কিছুই জানি না।

পুনর্ব্বার প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে কহিলেন; শ্বেতকেতো! তুমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ আছ, তথাপি কি প্রকার কহিলে যে, "আমি অনুশিষ্ট হইয়াছি" যে ব্যক্তি আমার জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল কিছুই জানেন না, তিনি কিরূপে বিদ্বদ্বর্গের নিকটে কহিতে পারেন যে, "আমি শিক্ষিত হইয়াছি।"

দেখুন, পূর্ব্বকালে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে দেখিতে না পাইতেন, তাঁহাকে শিক্ষিত বলা হইত না।

এক্ষণে শ্বেতকেতু প্রবাহণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে উপদেশ না করিয়াই সমাবর্ত্তন কালে বলিয়াছিলেন, "বৎস! তোমাকে সম্যক উপদেশ করিয়াছি।"

শ্বেতকেতু পিতাকে কহিলেন, ভগবন্! পাঞ্চালাধিপতি প্রবাহণ আমার নিকট পাঁচটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি তাহার একটী প্রশ্নেরও সদুত্তর প্রদান করিতে পারি নাই। তিনি যে যে বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ

নির্ণয় করা আমার অসাধ্য। তখন শ্বেতকেতুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার পিতা কহিলেন, বৎস! তুমি আগমন মাত্রই আমাকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার একটীও আমি বলিতে পারি না। যেমন তুমি উক্ত প্রশ্ন বিষয়ে অজ্ঞ, সেইরূপ আমাকেও উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অজ্ঞ জানিবে; সুতরাং আমিও যেমন ঐ সকল প্রশ্নের একটীও জানি না, সেইরূপ তুমিও উক্ত প্রশ্ন সমূহের মধ্যে একটী প্রশ্নেরও উত্তর করিতে পারিবে না। অতএব আমার প্রতি অন্যথাভাব করিও না, অর্থাৎ আমি যে জানিয়া তোমাকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে গোপন করিয়াছি, তাহা মনে করিও না। যদি আমি এই সকল প্রশ্নের উত্তর জানিতাম, তাহা হইলে তুমি আমার প্রিয়পুত্র ও উপদেশের উপযুক্ত পাত্র, তোমাকে কেন না বলিব? এই বলিয়া গৌতম রাজা জৈবলি প্রবাহণের নিকট গমন করিলেন। তখন রাজা গৌতমকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন। গৌতম রাজা কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সেই দিবস তথায় বাস করিলেন, পর দিবস প্রাতঃকালে রাজা সভাতে উপবিষ্ট হইলে গৌতম স্বয়ং রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা গৌতমকে কহিলেন, ভগবন্ গৌতম! মনুষ্যের সংসারোপযোগী ধন প্রার্থনা কর।

গৌতম কহিলেন, রাজন্! এই মানুষ বিত্ত তোমারই থাকুক, আমি এই লৌকিক ধনাদি প্রার্থনা করি না, তুমি কুমারের নিকট যে পঞ্চ প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা আমার নিকট বল। গৌতম রাজাকে উক্ত প্রকারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে রাজা দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন, এই ব্রাহ্মণকে কোনরূপেও নিবারণ করিতে সাধ্য নাই; সুতরাং যথাবিধি ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে হইবে, এই বলিয়া গৌতমকে আদেশ করিলেন, তুমি দীর্ঘকাল এইস্থানে বাস কর।

(পূর্ব্বে রাজা এই গৌতমকে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং এইক্ষণ বলিলেন, তুমি কিছুকাল বাস কর, ইহাতে জানা গেল যে, রাজা ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করিলেন)। রাজা তাহাকে কহিলেন, তুমি সর্ব্ব বিদ্যাবান্ ও ব্রাহ্মণ হইয়াও যে, আমাকে এই বিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন করিতেছ, তাহাতে জানা যায় যে, তোমার সম্যক্ অজ্ঞান আছে, অতএব তোমাকে বলিতেছি; এই বিদ্যা পূর্ব্বে অন্য ব্রাহ্মণকে অধিকার করে নাই। কখনও ব্রাহ্মণগণ এই বিদ্যা দ্বারা অনুশাসিত হয়েন নাই। (যেহেতু ইহাই প্রসিদ্ধ আছে যে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় জাতিকেই এই বিদ্যা দ্বারা শিষ্যরূপে অনুশাসন করিয়াছেন)।

এই বাক্যটী দ্বিজজাতি ব্রাহ্মণবর্ণ বা দ্বিজোত্তম ইহার ভিতর

সংযোজিত করিয়াছেন। এতাবৎকাল ক্ষত্রিয় পরম্পরাই এই বিদ্যা চলিতেছে, তথাপি আমি আপনাকে এই বিদ্যার উপদেশ করিব, আপনাকে উপদেশ করিলেই অতঃপর এই বিদ্যায় ব্রাহ্মণগণের অধিকার হইবে।

অতএব পূর্ব্বে আমি যে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম, তাহা আমাকে ক্ষমা করুন। এই বলিয়া রাজা তাহাকে সেই বিদ্যার উপদেশ করিতে লাগিলেন।

ইতি তৃতীয় খণ্ড—॥৩॥

নিউ শ্রীরাম প্রেস।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ মল্লিক

দ্বারা মুদ্রিত।